

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এখনই কোনও পদক্ষেপ নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অক্টোবরঃ রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঙ্গদার বিরুদ্ধে কুর্কটিকর মন্তব্যের অভিযোগ। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বীরবাহা। এই মামলায় বড় নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। নিচারণিত জয় সেনগুপ্তের নির্দেশ, আগামী ১১ নভেম্বর পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। এখানে উল্লেখ্য, ২০২২ সালে রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঙ্গদাকে কুর্কটিকর মন্তব্য করার অভিযোগে ওঠে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে। ব্যাডামের বিটকার জঙ্গলে গিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি এই বিষয়ক।



সেই সময় বিশাল ব্যারিকেড নিয়ে শুভেন্দুকে আটকায় পুলিশ। অভিযোগ, তখনই বিরোধী দলনেতা রাজ্যের মন্ত্রীকে কুমন্তব্য করেন। এরপরই ব্যাডগ্রাম এসটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বীরবাহা। আরও একাধিক থানাতেও এফআইআর দায়ের হয়। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানিয়েছেন, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে বেলেঘাটা এবং সাঁকরাহিল থানায় দায়ের হওয়া এফআইআর-এর ভিত্তিতে আগামী ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করবে না পুলিশ। তবে সেন ডায়রি পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। আগামী ১১ নভেম্বর পরবর্তী শুনানি। এর আগেও সিন্ধেল বেঞ্চে রাজ্য জানিয়েছিল যে তাঁরা এই দু’টি মামলায় কোনও পদক্ষেপ করছে না। উল্লেখ্য, এর আগে শুভেন্দুকে আক্রমণ করতে গিয়ে এই নিয়েই মুখ খুলেছিলেন সাংসদ কলগুপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, “এসসি-ওবিসি কেসে বীরবাহা হাঙ্গদা ও তাঁর দাদা যে এফআইআর করেছিল তাও বিচারপতি রাজশেখর মাস্তা স্টে করে দেন। সেই এফআইআর চ্যালেঞ্জ করেনি। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বলেছেন, এই এফআইআর চ্যালেঞ্জ হানি তাই কোর্টের ভিতর ঢুকতে পারবে না।”

নভেম্বরের শুরুতেই বঙ্গ বিজেপির রাজ্য কমিটির নাম?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অক্টোবরঃ ভোটের দামাচা বেজে গিয়েছে। কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে সব রাজনৈতিক দলই। এবার শেষ পর্যন্ত কি বিজেপির রাজ্য কমিটি ঘোষণা হবে? বিজেপির ভল্লভের কোন পাতলেই সেই সম্ভাবনার কথাই শোনা যাচ্ছে। সুত্রের খবর, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ঘোষণা হতে চলেছে বঙ্গ বিজেপির রাজ্য কমিটির নাম। সঙ্গে হতে চলেছে একাধিক রদবদল। রাজ্য সাধারণ সম্পাদক-সহ বিভিন্ন পদাধিকারী বদল হতে চলছে। সুত্রের খবর, বর্তমান রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে তিনজনের দায়িত্ব বদল হতে পারে। মহিলা মোর্চা, যুব মোর্চায় বড়সড় বদল আসতে পারে। এদিকে শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব নেন ও জুলাই। তারপর কেটে গিয়েছে বেশ কিছুটা সময়। প্রায় চার মাস কাটতে গেলেও কমিটি গঠনের দেরি নিয়ে নানা স্তরে চর্চা চলছে, উঠেছে প্রশ্ন। এদিকে সাম্প্রতিককালে দলের মধ্যে নতুন-পুরনো ভারসাম্য বজায় রাখা নিয়েও বিস্তারিত উপরতলা থেকে নিচতলা পর্যন্ত গোষ্ঠীধ্বন্দ্ব সামাল দেওয়াস সর্বগঠন না ভোট দাঁড়ানো, সব কিছুই বাছাই করতেও সময় গিয়েছিল। এরইমধ্যে আবার রাজ্যের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হিসাবে দায়িত্ব নেন ভূপেন্দ্র যাবা। দায়িত্ব নেওয়ার পর একাধিকবার কেশব ভবনেও গিয়েছিলেন। সুত্রের খবর, সেখানেই দ্রুত কমিটি তৈরি করা নিয়ে পর্যালোচনা হয়। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন ভূপেন্দ্র। সুত্রের খবর, তাঁর কাছে দ্রুত কমিটি তৈরি করা নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ এসে গিয়েছিল। তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই অবশেষে কমিটি গঠনের পথে হাটা হচ্ছে কিনা তা নিয়েই এখন চর্চা পুরোদমে।



বৃধবার বড়বাজারে পোস্তায় জগদ্ধাত্রী পূজার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি-সৌরভ দত্ত।

এসআইআর নিয়ে খন্দ-ধোঁয়াশা?

বিবৃতি জারি করল নির্বাচন কমিশন



সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবরঃ বাংলায় এসআইআর ঘোষণা হতেই সাধারণ মানুষের একাগ্রতার মধ্যে ধন্দ বেড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করছে, এটা এনআরসি করার অন্য পন্থা। ইতিমধ্যে পানিহাটিতে এক

শ্রৌত আত্মকে আত্মহত্যা করেছেন এবং দিনহাটায় এক ব্যক্তি আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে খবর। এই আবহে সাধারণ মানুষের চিন্তা দূর করতে বড় উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। জানানো হয়েছে, নাগরিকরা এখন ১৯৫০ ভোটার হেল্পলাইন এবং ‘বুক-এ-কল উইথ বিএলও’ পরিষেবা ব্যবহার করে ভোট সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্ন করতে পারবেন ও অভিযোগ জানাতে পারবেন। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এসআইআর নিয়ে যাবতীয় ঘোষণা দূর করতে বলেন, “এটা একটা প্রকল্প, জাতীয় নির্বাচন কমিশন যার তদারকি করে। এর আগে দেশে এমন হয়েছে। সম্প্রতি বিহারেও হয়েছে তাই কেউ ভয় পাবেন না।” কিন্তু তাতেও যে বরফ পুরো গলেছে এমন না। তাই এবার সরাসরি পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। বাংলা সহ ১২ রাজ্য এসআইআর ঘোষণা করার দিনই জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সকলকে আশ্বস্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, “এটি একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। প্রকৃত কোনও ভোটদায়ের নাম বাদ যাবে না।” বাংলার সিইও-ও এই কথা বলেছেন। তবে সাধারণ মানুষকে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত করতে এবার এক বিবৃতিই জারি করেছেন নির্বাচন কমিশন। এক বাক্যকে দেখে নেওয়া যাক তাতে কী বলা হয়েছে- ১. জাতীয় ভোটার হেল্পলাইন এবং দেশের ৩৬টি রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের হেল্পলাইন সক্রিয় করা হয়েছে, যাতে নাগরিকদের সমস্ত প্রশ্ন ও অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায়। ২. ন্যাশনাল কন্টাক্ট সেন্টার সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন হিসেবে কাজ করবে। এটি প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চালু থাকবে টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-১১-১৯৫০-এ। প্রশিক্ষিত কর্মীরা নাগরিকদের ভোট সংক্রান্ত পরিষেবা ও প্রশ্নে সাহায্য করবেন। ৩. কমিশন প্রত্যেক রাজ্য ও জেলাকে তাদের নিজস্ব স্টেট কন্টাক্ট সেন্টার ও ডিস্ট্রিক্ট কন্টাক্ট সেন্টার স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে স্থানীয় ভাষায় দ্রুত ও কার্যকরী সহায়তা প্রদান করা যায়। ৪. সমস্ত অভিযোগ ও প্রশ্ন ন্যাশনাল প্রিন্সিপাল সার্ভিস পোর্টাল-এর মাধ্যমে রেকর্ড ও ট্র্যাক করা হবে। ৫. এছাড়াও, নির্বাচন কমিশন চালু করেছে ‘বুক-এ-কল উইথ বিএলও’ পরিষেবা, যার মাধ্যমে নাগরিকরা সরাসরি তাদের সংশ্লিষ্ট ব্লক লেভেল অফিসার-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। এই পরিষেবা ইসিআইএনইটি প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ। ৬. নাগরিকরা ইসিআইএনইটি অ্যাপ ব্যবহার করেও নির্বাচন আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। কমিশন সমস্ত সিইও, ডিইও ও ইআরও-দের নির্দেশ দিয়েছে যাতে তাঁরা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহারকারীদের অভিযোগের অগ্রগতি ও নিষ্পত্তি নিশ্চিত করেন। ৭. এই পরিষেবাগুলি বিদ্যমান অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার অতিরিক্ত। নাগরিকরা চাইলে complaints@eci.gov.in-এ ইমেইল করেও তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। ৮. নির্বাচন কমিশন সকল ভোটারকে আহ্বান জানিয়েছে, দরকারে তাঁরা যেন ‘বুক-এ-কল উইথ বিএলও’ ও ১৯৫০ ভোটার হেল্পলাইন ব্যবহার করে ভোট সংক্রান্ত তথ্য, প্রতিক্রিয়া, পরামর্শ ও অভিযোগ জানান।

ঢাকায় পাক হাইকমিশনে আইএসআই সেল!

গোপনে হাত মেলাচ্ছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবরঃ দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত মানচিত্রে নতুন মোড়। ঢাকায় নিজেদের হাইকমিশনের ভেতর বিশেষ একটি আইএসআই সেল গঠন করেছে পাকিস্তান, এমনটাই জানিয়েছে ভারতের শীর্ষ সচিব মধ্যে নতুন-পুরনো ভারসাম্য বজায় রাখা নিয়েও বিস্তারিত উপরতলা থেকে নিচতলা পর্যন্ত গোষ্ঠীধ্বন্দ্ব সামাল দেওয়াস সর্বগঠন না ভোট দাঁড়ানো, সব কিছুই বাছাই করতেও সময় গিয়েছিল। এরইমধ্যে আবার রাজ্যের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হিসাবে দায়িত্ব নেন ভূপেন্দ্র যাবা। দায়িত্ব নেওয়ার পর একাধিকবার কেশব ভবনেও গিয়েছিলেন। সুত্রের খবর, সেখানেই দ্রুত কমিটি তৈরি করা নিয়ে পর্যালোচনা হয়। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন ভূপেন্দ্র। সুত্রের খবর, তাঁর কাছে দ্রুত কমিটি তৈরি করা নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ এসে গিয়েছিল। তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই অবশেষে কমিটি গঠনের পথে হাটা হচ্ছে কিনা তা নিয়েই এখন চর্চা পুরোদমে।

কাঠামো গঠনে সম্মত হয়েছে দুই দেশ, যার মূল লক্ষ্য বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের নজরদারি এবং ভারতের পূর্ব সীমান্তবর্তী আকাশপথে গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা। নতুন এই



ব্যবস্থায় ঢাকা সরকার পাকিস্তানকে অনুমতি দিয়েছে হাইকমিশনে গোয়েন্দা অফিসার নিয়োগের জন্য। প্রথম পর্যায়ে সেখানে একজন গ্রিগেডিয়ার, দুই কর্নেল, চার মেজর এবং বিমান ও নৌবাহিনীর অফিসারসহ সহায়ক কর্মী নিযুক্ত হবেন বলে জানা গেছে। প্রতিদানে পাকিস্তান বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধি করছে। প্রস্তাব

এসেছে যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণ, নৌ ও বিমান মহড়া এবং ইনফ্যান্ট্রি ও আর্টিলারি সিস্টেম সরবরাহের। ঢাকা আগ্রহ দেখিয়েছে পাকিস্তানের জেএফ-১৭ খাতার যুদ্ধবিমান ও

মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী প্রশাসন গঠনের পর পাকিস্তানই প্রথম সর্মথন জানায় নতুন সরকারকে, উল্লেখ করে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সংঘর্ষের বার্তা। এরপর থেকেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উষ্ণতর হয়েছে, কূটনৈতিক ভিসা-মুক্ত ভ্রমণ, বাণিজ্য সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা সমঝোতা, সমুদ্র ও আকাশপথ সংযোগ, সব ক্ষেত্রেই তুচ্ছি সহি হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। গত এক বছরে অন্তত তিনে দফা ঠেঁক হয়েছে অধ্যাপক ইউনুসের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ও উপপ্রধানমন্ত্রী ইশাক দার-এরা। দুই দেশের সেনা নেতৃত্বের মধ্যেও এখন বাড়ছে যোগাযোগ। বাংলাদেশের সেনাঅধ্যাপক সফর করেছেন পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স, অপরদিকে ঢাকায় পাকিস্তানি সামরিক প্রতিনিধিদের দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অভ্যর্থনা। সবশেষে ঢাকায় পাকিস্তানের হাইকমিশনের মধ্যে আইএসআই সেল প্রতিষ্ঠা, দুই দেশের নবগঠিত সম্পর্কের সূচনা। বাংলাদেশের শ্রমিকের পক্ষে প্রতিনিধি দল পাকিস্তান করছে কূটনৈতিক মহলা। বিশ্লেষকদের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত ভারসাম্যে এটি নতুন মাত্রা যোগ করবে, বিশেষত বঙ্গোপসাগর ঘিরে ভারত, চীন, ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে।

মৃত প্রদীপ করের বাড়িতে গিয়ে অভিষেকের নিদান

‘বিজেপি নেতারা এলে ঘিরে ধরবেন, বেঁধে রাখবেন’

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৯ অক্টোবরঃ আগরপাড়ায় বছর সাতারার শ্রৌত প্রদীপ করের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। এবার একই আত্মকে কোচবিহারের দিনহাটায় আরও এক ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বলে বৃধবার দুপুরে আগরপাড়ায় নিহত প্রদীপ করের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানানলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে এলাকার মানুষকে আশ্বস্ত করে অভিষেক বলেন, “আমরা থাকতে বাংলায় এনআরসি বা এসআইআরের নাম করে একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দিতে দেব না।” হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, “আমি লজ্জিত, একটা রাজনৈতিক দল এতটা নিচে নামতে পারে! প্রদীপবাবু পরিষ্কারভাবে লিখে গেছেন, ‘আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী এনআরসি’, এরপরও বিজেপি রাজনীতি করছে তাই বলব, এলাকায় বিজেপির নেতারা এলে তাঁদের ঘিরে ধরবেন, বেঁধে রাখবেন, জানতে চাইবেন- ‘বাবা ঠাকুরদার সার্টিফিকেট নিয়ে আয়, তারপরে প্রচার করতে আসবি।’” তবে কারও গায়ে যেন হাত না তোলা হয়, এ বিষয়েও সতর্ক করে নেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তিনি বলেন, “বেঁধে রাখবেন, গায়ে হাত দেবেন না। আমরা কারও গায়ে হাত তোলার বিশ্বাসী না।” প্রদীপ করের মৃত্যুর জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং দেশের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নামে কেন এফআইআর দায়ের হবে না, মঙ্গলবারই



নিহত প্রদীপ করের পরিবারকে আশ্বস্ত করে বলেন, “আমরা আপনাদের পাশে আছি। এখানে দাঁড়িয়ে বলে যাছি, যাদের জন্য মৃত্যু কিছুই করেনি। কেবলমাত্র একেতাকে ধরে ২০ বছর যাব সিংহাসন আঁকড়ে ধরে থাকা ছাড়া। বিজেপি আসলে রাজ্যের ক্ষমতা ধরে রাখতে জেডিউই সুপ্রিমোর ভাবমূর্ত্তিকে অপব্যবহার করে চলেছে।” দেশের বিরোধী

দলনেতার অভিযোগ, “নীতীশজির মুখকে তুলে ধরে রাজ্য শাসনের চারিকটি বিজেপি হাতে রেখেছে। আর সে কারণেই সমাজের পিছিয়ে থাকা শ্রেণির মানুষের কোনও উপকারে আসেনি এই সরকার।” ফের ভোট চুরির অভিযোগ সামনে এনে রাখল বলেন, “বিহারেও ওই একই চেষ্টা হতে পারে। ওরা ভোট চুরি করতে ব্যস্ত রয়েছে। ওরা মহারাষ্ট্র, হরিয়ানায় ভোট চুরি করেছে। এবার বিহারেও সেই চেষ্টা করবে। ওরা আবার চেষ্টা

দিল্লিতে ঘেরাও করব, কত ধানে কত চাল এবার বোঝাব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতে বাংলা থেকে একটা নাম বাদ যাবে না। আমার বুকের রক্ত দিয়ে হলেও তা রক্ষা করব।” অন্যদিকে এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার উত্তরবঙ্গ থেকেও বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা একজনের। আজ বিষটি নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা যাচ্ছে, কোচবিহারের দিনহাটায় থাকেন ওই ব্যক্তি। তিনিও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। জানা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তির নামের বানান ২০০২ -এর তালিকার সঙ্গে ২০২৫ এর তালিকার গড়মিল রয়েছে। একটি অক্ষর নেই। তার জেরেই তৈরি হয়েছিল আতঙ্ক। পরিবারের দাবি অন্তত তেমনটাই। জানা যায়, আজ ওই ব্যক্তি নামাজও পড়তে যাননি। এলাকাবাসীর দাবি, তিনিও এসআইআর আতঙ্কে এই কাজ করেছেন। হাসপাতালের বেড়ে শুয়ে ওই ব্যক্তি বলেন, “আমরা ভোটার লিস্ট নামের বানান ভুল এসেছে। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। জানি না তা কিছ। ভেবেছি এর থেকে মরে যাওয়া ভাল।” আজ ভার্চুয়ালি গোটা রাজ্যের একাধিক জগদ্ধাত্রী পূজো উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় দিনহাটার পূজো উদ্বোধন করার আগেই তিনি সেখানকার বিধায়ক উদয়ন গুহকে নির্দেশ দেন। বলেন, “দিনহাটায় একজন বিষ খেয়েছে। আমি জানতে পেরেছি। তুমি ফিরে গিয়ে ওঁর বাড়ি যাবে।”

‘তৃণমূলের কথা শুনলে বিহারের ৫২ বিএলও-র মতো অবস্থা হবে’



নিজস্ব প্রতিনিধি, আমতলা, ২৯ অক্টোবরঃ বাংলায় শুরু হয়ে গিয়েছে এসআইআর। এই প্রেক্ষিতে বিএলও-দের জন্য কড়া পরামর্শ রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। তাঁর বক্তব্য, বিএলও-রা যদি কোনও ‘দাদাদিদি’ কথা মতো চলেন, তাহলে তাঁদের পরিণতিও বিহারের বিএলও-দের মতো হবে।

অর্থাৎ জেলে যেতে হবে। প্রচলিত হুঁশিয়ারিও দেন শুভেন্দু। আমতলায় জগদ্ধাত্রী পূজার উদ্বোধন করতে যান শুভেন্দু। সেখানে সভামঞ্চে বক্তব্য রাখার পর সাংবাদিকদের সামনে বিএলও-দের বার্তা দেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, “৫২ জন বিএলও তিহায়ে জেলে রয়েছেন। এটা মাথায় রাখবেন। তৃণমূলের কথা, বিজেপির কথা শুনবেন না। কেবল নির্বাচন কমিশনের কথা শুনবেন। তিহাডের ৫২ জন বিএলও কিছু এখনও জামিন পাননি। আপনাদের কিন্তু জেলে কাটাতে হবে।” রীতিমতো হুঁশিয়ারি দেন, “জেলে যাওয়ার জন্য তথ্য, নথি আমরা জোগাড় করে দেব। আজকেও আমি পেইন্ট করেছি, ফলতাতে তৃণমূলের পক্ষায়েত সদস্য দিয়েও সর্দারকে বিএলও করেছে।” কথা প্রসঙ্গেই শুভেন্দু বলেন, “বিএলও-রা কোনও দল, কোনও দাদা-দিদির কথা শুনবেন না। নাহলে আপনাদের পরিণতিও বিহারের বিএলও-দের মতো হবে। পুলিশ বাধ্য হবে, আপনাকে গ্রেফতার করতে। আর পুলিশ যদি বাধ্য না হয়, যেখানে গেলে পুলিশ বাধ্য হবে, সর্ব ভারতীয় দল হিসাবে আমরা সেখানে যাব।” বিএলও-দের ওপর যে কোনও রাজনৈতিক দলের চাপ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা বেশি। সে বিষয়টি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল। বিএলও-দের বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, “বিএলও আপনাদের উপর কোনও চাপ দিতে পারবে না। আপনারা ইসিআই-এর নিয়ম মেনে কাজ করবেন। বিএলও শুধু আপনাকে কাজে সাহায্য করতে পারে। কোনও জায়গায় সমীক্ষা না হলে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই কাজ আপনাকেই করতে হবে। বিএলও-রা আপনাকে প্রভাবিত করতে পারবে না।”

৭ তারিখের মধ্যেই হতে পারে এসএসসি-র ফলপ্রকাশ। সূত্র



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অক্টোবরঃ অপেক্ষা চলছে। এরই মধ্যে জানা গেল নভেম্বরের ৭ তারিখের মধ্যেই ফলপ্রকাশ করতে চলেছে স্থূল সার্ভিস কমিশন। ফলপ্রকাশের পরেই জেলায় জেলায় ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। ডিসেম্বরের মধ্যেই শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করবে এসএসসি। নির্দেশ ও যদিও তেমনটাই রয়েছে। মোট ৩৫ হাজার ৭২৬টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এদিকে ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষা খিরে লাগতার অনিশ্চয়ের অভিযোগ ওঠে। মামলার পর মামলা হয় আদালতে। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জল গড়ায় দেশের শীর্ষ আদালতের। শেষ পর্যন্ত বাতিলই হয়ে যায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি। তারপরও লাগাতার আবেদন-নিবেদনের পরেও ফেরনি চাকরি। শেষ পর্যন্ত নতুন চাকরির পরীক্ষার নির্দেশ। একইসঙ্গে আদালতের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ করতে হবে সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া। এবার তারই তোড়জোড় চলছে পুরোদমে। যদিও সেপ্টেম্বরে পরীক্ষার পরেই সাংবাদিক ঠেঁকে বসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ছিলেন এসএসসি-র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। সেখানেই জানান হয় পূজোর পর ফলপ্রকাশের কথা। তবে তখনও দিনক্ষণ জানান হানি। এবার ৭ সেপ্টেম্বর হয়েছিল নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ১৯ হাজার ১১১ জন। ১৪ তারিখ হয়েছিল একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। আবেদনকারী সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৪৬ হাজার। অন্যদিকে ৬ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে শিক্ষাকর্মী নিয়োগের আবেদন। ৩ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে আবেদন প্রক্রিয়া। পুরনো শিক্ষাকর্মীদের অভিজ্ঞতার জন্য ৫ নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত এসএসসির। শিক্ষাকর্মীদের প্রায় সাড়ে ৮ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ করবে এসএসসি।

অভিনব আলোকসজ্জার মধ্যে দিয়ে সরবেড়িয়ায় জগদ্ধাত্রী পূজোর সূচনা



উজ্জ্বল বদ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৯ অক্টোবর : সারা জগতের দেবী জগদ্ধাত্রী। মেকোনো অশুভ শক্তির বিনাশ করতে জগদ্ধাত্রী দেবীর আগমন। আর মা দুর্গা,মা কালীর পূজোর পরে এই জগদ্ধাত্রী দেবীর আগমন ঘটে। প্রতি বছরের মতন এবছরও মহা সমারোহে জয়নগর থানার

নারায়নীতলা পঞ্চায়েতের সরবেড়িয়ায় আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয়ে গেল ২২ তম বর্ষের জগদ্ধাত্রী পূজো। চন্দননগরের অভিনব আলোকসজ্জার পাশাপাশি সুন্দর অপরূপ সাজে সজ্জিত জগদ্ধাত্রী মায়ের রূপ দর্শনের সুযোগ খুলে গেল ভক্তদের জন্য।বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদারের প্রদীপ প্রস্থলনের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিধায়ক সহ উপস্থিত ছিলেন নারায়নীতলা অঞ্চল সভাপতি,প্রধান, উপপ্রধান সহ পূজোর কার্যকর্তা দিবাকর ঘোষ, ভাগের ঘোষ, কার্তিক প্রাধানিক, শান্তনু দত্ত ও আরো অনেকে।আবার সরবেড়িয়া সাহা পাড়া গ্রাম বাসীদের উদ্যোগে অভিনব আলোকসজ্জা ও অপরূপ সাজে সজ্জিত ২৬ তম বর্ষের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার উদ্বোধন করলেন বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার ও সাংসদ সায়নী ঘোষ।এই উপলক্ষে গরীব মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার,মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক নমিতা সাহা, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, পাঞ্চায়েত সমিতির কর্মধাক্ষ শুকুর আলি, নারায়নীতলা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা বর্তমান সদস্য অশোক সাহা সহ আরো অনেকে।একই সাথে মধ্য শিবপুর বলাকা সুহৃদ সংঘের ৩৮ তম বর্ষের জগদ্ধাত্রী পূজোর উদ্বোধন করলেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল।এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক নমিতা সাহা,জেলা পরিদয় সদস্য খান জিয়াউল হক,জেলা পরিদয় অনুপ বৈরাগী সহ আরো অনেকে।

উত্তিতে রাস্তায় রূপান্তরকামী এক ব্যক্তির গলাকাটা দেহ উদ্ধার



নিজস্ব সংবাদদাতা,দঃ২৪ পরগনাঃ উত্তিতে রাস্তায় গলাকাটা অবস্থায় রূপান্তরকামী এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উত্তি থানার তুল্লন এলাকায় রাস্তায় গলাকাটা অবস্থায় রূপান্তরকামী এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায। মৃতের নাম সোনালী। তিনি মন্দিরবাজার থানা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকালে তুল্লন এলাকার কংক্রিটের রাস্তার পাশে এক রূপান্তরকামী ব্যক্তির গলা কাটা দেহ পড়ে থাকতে দেখেন পথচারীরা। এই দৃশ্য দেখে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় উত্তি থানায়। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্বেটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাটিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। স্থানীয়দের দাবি, মৃত সোনালী প্রায়ই ওই এলাকায় আসতেন। কিন্তু মঙ্গলবার রাত থেকে তাঁকে আর দেখা যায়নি। বুধবার সকালে তার গলাকাটা দেহ উদ্ধার হওয়ার পর গোটা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চুঁচুড়ায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো সেনাবাহিনীতে কর্মরত জওয়ানের

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলি, ২৯ ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত এক অগ্নিবীর জওয়ানরা। পূজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। কিন্তু আর ফেরা হলো না। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম অনুরাগ কুমার সিং (২২)। হুগলির সাহাগঞ্জের বাসিন্দা। চুঁচুড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অনুরাগ তিন বছর আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তার পোস্টিং ছিল জম্মু-কাশ্মীরে। পূজোর ছুটিতে হুগলির সাহাগঞ্জের বাড়িতে এসেছিলেন। রবিবার সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে বহির্কে চেপে ঘুরতে বের হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অনুরাগ বহির্কে চুঁচুড়ার ময়ূরপঙ্খী ঘাটের দিক থেকে ব্যাঙেদের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে আচমকা পিছন থেকে দুটি বইক এসে তাঁকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই হিটকে পড়েন ৫ থেকে ৬ জন। আহতদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাি উদ্ধারকাজে হাত লাগান। আহতদের ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক অনুরাগকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌছয় পুলিশ। হাটির হন হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার স্বাস্থ্য সিআইসি জয়দেব অধিকারীও। তিনি বলেন, ‘ গতির কারণেই দুর্ঘটনা।’ ঘটনার পরেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দুর্ঘটনা রোয়ে এলাকায় নিয়মিত পুলিশি টহলদারি বাড়ানোর দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

চাঁপদানীর পলতা ঘাটে সম্প্রীতির জগদ্ধাত্রী পূজা সকলের নজর কেড়েছে

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, চাঁপদানী, হুগলি২৯ অক্টোবর : ধর্ম যে যার উৎসব সবার এই শ্লোগানকে সামনে রেখে হুগলি জেলার চাঁপদানীর পলতাঘাটে জগদ্ধাত্রী মাতার মন্দিরে পালিত হচ্ছে সম্প্রীতির জগদ্ধাত্রী পূজা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বাংলায় বিভিন্ন ধর্মের উৎসবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে সমবেত করে উৎসববুলি পালনের বাতী দিয়ে আসছেন। সেই বাতীকে পাথেক করে চাঁপদানী পৌরসভার সহযোগিতায় পলতা ঘাটে জগদ্ধাত্রী পূজায় সকল মানুষ সামিল হন। হিন্দি ভাষাভাষীদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব ছট পূজা শেষ হলোই এই জগদ্ধাত্রী পূজার উৎসবে ধনী দরিদ্র সকলেই মেতে ওঠেন। যারা দরিদ্র এবং দু হু হু মানুষ তাদের অনেকেই হয়তো বস্ত্র কিনতে পারেনা তাদের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় চাঁপদানী পৌরসভার প্রধান প্রবাস রুশেশ মিশ্রার উদ্যোগে চাঁপদানী পৌরসভার পলতা ঘাটে দু হু হু মানুষদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয় বস্ত্র। এই জগদ্ধাত্রী পূজায় এলাকার কাউন্সিলার শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা মিশ্রা মহিলা সমিতির কর্মীদের সাথে নিয়ে পূজার আয়োজন করেন। এই পূজার সাথে যুক্ত রয়েছেন স্থানীয় সংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি, স্থানীয় বিধায়ক অরিন্দম গুহইন, কাউন্সিলর সুব্রাজ কুমার গুপ্তা, কাউন্সিলর জিতেন্দ্রধর সিং বিশিষ্ট সমাজ সেরা রাজু জ্যাসওয়াল, রাহুল রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিতা। উল্লেখ্য মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের ঈদ উৎসবেও পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্রা বস্ত্র বিতরণ করেন । পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা বলেন প্রতি বছরই চতুর্থীও পঞ্চমীর দিন মাকে কাপড় পরানো হয়। তা বছরের বিশেষ সময় দান করে দেওয়া হয়। এছাড়াও মায়ের পরনের বেনারাসি কোন গরীব মেয়ের বিয়েতে দান করে দেওয়া হয়। চাঁপদানী পলতা ঘাটে পূজা সেবার জন্য কয়েক হাজার মানুষের ভিড় জমে যায় মন্দির প্রাঙ্গণে। উল্লেখ্য চাঁপদানী এলাকায় হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষের উল্লেখযোগ্য বসবাস রয়েছে। এখানে হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হয়ে পূজোর সময় কিছু জোগাড় করেন ,প্রত্যেক বছর দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে জগদ্ধাত্রী পূজার আনন্দে মেতে ওঠেন।

যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে মের্ট্রোর নয়া উদ্যোগ- বদলাচ্ছে রু লাইনের সব স্বয়ংক্রিয় গেট!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২৯ অক্টোবর : দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ স্কুদিরাম পর্যন্ত মের্ট্রোপথে বদল আসছে স্বয়ংক্রিয় গেট ব্যবস্থায়।



নতুন কিউআর কোডযুক্ত কাগজের টিকিট চালুর পর থেকেই যাত্রীদের প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ে সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। তাড়াছড়ায় অনেক সময় গেট খুলতে চাইছে না, তার উপর বহু গেটই এখন অচল বা নষ্ট অবস্থায়। এই কারণেই পুরো রুটের সমস্ত স্বয়ংক্রিয় গেট পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেই কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। মের্ট্রো সূত্রে খবর মোট ১৩৬টি নতুন গেট বসানো হবে

ফেলা হবে বলেই জানা গিয়েছে।

মের্ট্রো সূত্রে খবর, ২০১১ সালে অধিকাংশ স্টেশনে এই গেটগুলো বসানো হয়েছিল। ফলে এগুলোর বয়স প্রায় ১৫ বছর হতে চলল। পুরনো আমলের গেট বলে সেই সব যন্ত্রাংশও পাওয়া যায় না। যে কারণে পুরনো গেট সারানোর বদলে নতুন গেট বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। যাত্রীদের দীর্ঘদিনেরঅভিযোগ, মের্ট্রো থেকে নেমে এই স্বয়ংক্রিয় গেট দিয়ে বেরোতে সমস্যা হয়। সব সময় গেট

খুলতে চায় না। ফলে দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। পকেটে থাকা কাগজের টিকিট ভাঙ হয়ে গেলেই তার কিউআর কোড আর ‘ করতে পারে না এই গেট। ফলে তা খোলে না। তাছাড়া এমনিতেই একাধিক স্টেশনে এই স্বয়ংক্রিয় গেট খোলার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। স্মার্ট কার্ড ছোয়ালেও তা খুলতে চায় না বলে অভিযোগ। ফলে তাড়াছড়ায় বেরোনোর সময় সমস্যায় পড়তেন তারা। তবে কাগজের টিকিটের সমস্যা এড়াতে আধুনিক ‘ লাগানো হয়েছে গেটে। অবশ্য তাতেও পুরোপুরি সমস্যা মের্টেনি। তাই পুরোপুরি বদলানো হয় সিদ্ধান্ত। বরানগর, দক্ষিণেশ্বরের মতো নতুন যে স্টেশন রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্য এই ধাপে নয়া গেট বসবে না। প্রযুক্তিগত সমস্যায় অনেক সময় গেট খুলতে দেরি হচ্ছে। গ্ল্যাটিকর্নে ট্রেন ঢোকার পরে গেটের সামনে ছড়েছড়ি পড়ে যাচ্ছে। আর একসঙ্গে দুই ট্রেন ঢুকলে তা ভোগান্তির একশা হচ্ছে। তবে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, কাগজের যে অংশে কিউআর কোডটা রয়েছে, সেই অংশটা জায়গা মতো ছোঁয়াছেন না যাত্রীরা। ফলে গেট খুলছে না। বারবার হলে সেক্ষেত্রে পরে স্মার্ট কার্ড ছোয়ালেও গেটে সমস্যা হতে পারে। কারণ নেটওয়ার্ক সমস্যা তৈরি হয়।

পানিহাটিতে শ্রৌচের আত্মহত্যা নাকি রাজনৈতিক আতঙ্ক? প্রকাশ্যে এল ২০০২ সালের ভোটার লিস্টের তথ্য!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২৯ অক্টোবর : রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই পানিহাটির এক শ্রৌচের রহস্যমুভ্রা ঘিরে চরমে উঠেছে রাজনৈতিক উত্তাপ। তৃণমূলের দাবি, আতঙ্কেই আত্মহত্যা হয়েছে ওই ব্যক্তি। অন্যদিকে বিজেপির দাবি, মৃত প্রদীপ করের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকার্টেই ছিল- তাই অ্য বা আতঙ্কের প্রশ্নই ওঠে না। পদ্মশিবিরের মতে, অবসাদ থেকেই আত্মহত্যা করেছেন তিনি, তবে ঘটনাকে ভিন্নভাবে দেখছে তৃণমূল শিবির। বছর সাতম্বর প্রদীপ কর উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটির মহাজতি নগরের বাসিন্দা ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে তাঁর কুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এরপরই প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেন, দেহের পাশে মিলেছে সুইসাইড নোটা। ততে নাকি লেখা ছিল, ‘ মৃত্যুর জন্য দ্বিতী় এনআরসি’। স্বাভাবিকভাবেই বিচারী প্রশ্নাশো আসছেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একরশ ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ‘

অ্য ও বিভাজনের রাজনীতির ফল এই মৃত্যু’। আজ, বুধবার দুপুরে মৃতের বাড়িতে বান কথ্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তবে এই মৃত্যুর নেপথ্যে এনআরসি বা এসআইআর আতঙ্কে মানতে নারাজ বিজেপি। এবিষয়ে এনিম সকালে সাংবাদিক স্টেক করেন বিজেপির উত্তর শহরতলি জেলা সভাপতি চণ্ডীচরণ রায়। তিনি দাবি করেন, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম ছিল প্রদীপ করের। এখানেই তাঁদের যুক্তি, কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম থাকলে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তাহলে দেশছাড়া হওয়ার ভয়ে আত্মহতা করবেন কেন প্রদীপ? বিজেপির দাবি, অন্য কোনওকারণে মানসিক অস্বাসে ডুঝিছেন শ্রৌটা। তার জেরেই চরম সিদ্ধান্ত। যদিও পালটা দিচ্ছে তৃণমূল। এক নেতার স্বঘ্য, ভাবুন তাহলে ওরা কীভাবে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে যে, বৈধ

ভোটারও আত্মহত্যা করছেন। প্রদীপবাবু

বিজয় হান্স লিমিটেড
বেজি, অধিঃঃ এই.পি. ব্রহ্মচারী রোড রোহাঘাট, কানকপ, গুয়াহাট, আসাম, ভারত, ৭৮১০০৮
কর্পোরেট অধিঃঃ ইউনিট নং ৪০৮ তৃতীয় তলা বৈদ্য মিত্রাজ আর্কেড, লক্ষী মার্কেট মিত্রাজ শ্রীকান্ত চক মিত্রার, মিত্রাজ, সাগলি, মিত্রাজ, মহাশক্তি, ভারত, ৪১৬৪১০
টেলিফোনঃ ৭০৬৬৬৭০১৯৯ , ই-মেইলঃ ash_ashim@yahoo.co.in ওয়েবসাইটঃ www.bijoyhans.net CIN: L51909AS1985PLC002323
কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জে লিস্টেড থেকে ইকুইটি শেয়ারের প্রস্তাবিত বেছ্যায় তালিকাভুক্তির জন্য পাবলিক নোটিশ
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ সোর্স অফ ইন্ডিয়া (ইকুইটি শেয়ারের তালিকাভুক্তি) রেগুলেশন, ২০২১ (SEBI) এর রেগুলেশন ৫ এবং ৬ অনুযায়ী ‘ডিস্কালিফেইকেশন’ অনুযায়ী, BIJOY HANS LIMITED (কোম্পানি) এর পরিচালনা পর্ষদ ২৬.০৯.২০২৫ তারিখে ঘৃষ্টিত তাদের সভায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে, শুধুমাত্র কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জে লিমিটেড (CSE) থেকে ইকুইটি শেয়ার বেছ্যায় তালিকাভুক্ত করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। বর্তমানে, কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি সোর্স স্টক এক্সচেঞ্জে লিমিটেড (‘BSE’) এবং CSE উভয়তেই তালিকাভুক্ত। যেহেতু গত বহু বছর ধরে CSE-তে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের কোনও লেনদেন হয়নি এবং CSE-তে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য কোম্পানিকে অতিরিক্ত সময়াদান ব্যতঃ বহন করতে হয়, তাই, শুধুমাত্র CSE থেকে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। CSE থেকে তালিকাভুক্তি বিধানসভারদ্বারা স্বাধর্ষে জন্য ক্ষতিগ্রত বা প্রভাবিত করবে না।
SEBI ডিস্কালিফে রেগুলেশনের ৬ এর শর্ত অনুসারে, কোম্পানিটি কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের কোনও প্রস্তাবের সুযোগ না দিয়েই কেবল CSE-তে তার ইকুইটি শেয়ারগুলি ডিস্কালি করার প্রস্তাব করেছে, কারণ কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি BSE-তে তালিকাভুক্ত থাকবে, যা সেখানেই ট্রেডিং টার্মিনাল থাকবে। পরবর্তীতে, কোম্পানির সমস্ত শেয়ারহোল্ডাররা BSE-তে তালিকাভুক্তি এবং ট্রেডিংয়ের সুবিধাগুলি উপভোগ করতে থাকবে।
BIJOY HANS LIMITED এর জন্য
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮.১০.২০২৫
সিনি় অফারওয়াল
কোম্পানি সচিব

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The E.E.(C)/Borough-VI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :--	36/H/6, H.N. Road and its surrounding areas in Ward No.-14. Estimated Cost of ₹ 1,99,470.00 . Earnest Money: ₹ 4,000.00 . Period of Completion: 30 days .
1. NIT No.: KMC/VI/053/022/2025-2026/D Name of the Work: Restoration of Asphaltum road surface at 37 Taltala Bazar Street, 80 Durga Charan Doctor Road, 60 Doctor Lane and Adjacent area (disturbed by CESC, Ltd. and Natural Wear & Tear) in Ward No.-53. Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ 2,28,959.00 . Earnest Money: ₹ 5,000.00 . Period of Completion: 150 days .	2. NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/20/25-26 (1ST CALL) Name of the Work: Development of Tap Water Platform at 14/H/8, Canal East Road and its surrounding areas in Ward No.-14. Estimated Cost: ₹ 2,49,720.00 . Earnest Money: ₹ 5,000.00 . Period of Completion: 40 days .
2. NIT No.: KMC/VI/054/024/2025-2026/R Name of the Work: Improvement of G.P., C.P. and M.H. at Tanti Bagan Lane, Noor Ali Lane, Mistry Para Lane, Cantopher Lane in Ward No.-54. Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ 2,49,435.00 . Earnest Money: ₹ 5,100.00 . Period of Completion: 35 days .	3. NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/21/25-26 (1ST CALL) Name of the Work: Improvement of I.P.S. Passage at 16/7, Canal East Road and its surrounding areas in Ward No.-14. Estimated Cost of ₹ 1,49,319.00 . Earnest Money: ₹ 3,000.00 . Period of Completion: 30 days .
3. NIT No.: KMC/VI/061/028/2025-2026/R Name of the Work: Renovation of Toilet and Bath at 9, 26, 28 North Range, 42, Jannagar Road, 13, Elliot Lane, 127D Park St. and different places in Ward No.-61. Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ 4,98,904.00 . Earnest Money: ₹ 10,000.00 . Period of Completion: 45 days .	4. NIT No.: KMC/EE-III/014/37/25-26 (1ST CALL) Name of the Work: Repairing of passage at 19, H.N. Road and its surrounding areas in Ward No.-14. Excavated by W.S. Deptt. Estimated Cost: ₹ 3,64,165.00 . Earnest Money: ₹ 7,300.00 . Period of Completion: 40 days .
4. NIT No.: KMC/VI/047/014/2025-2026/D Name of the Work: Restoration of Road (disturbed by Water Supply Department/Central near 33, Eden Hospital Road, 35, Jadunath Dey Road in Ward No.-47. Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ 2,79,333.00 . Earnest Money: ₹ 6,000.00 . Period of Completion: 25 days .	5. NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/32/25-26 (1ST CALL) Name of the Work: Development of Footpath at 33/6, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No.-14. Estimated Cost of ₹ 2,99,194.00 . Earnest Money: ₹ 6,000.00 . Period of Completion: 30 days .
5. NIT No.: KMC/VI/047/015/2025-2026/R Name of the Work: Construction of Pits & Relaying of S.W. Pipe near 6B, Temple Street, 3, Lal Behari Thakur Lane, 3, Malanga Lane etc. & Adjacent area in Ward No.-47. Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ 4,99,893.00 . Earnest Money: ₹ 10,000.00 . Period of Completion: 45 days .	6. NIT No.: KMC/EE-III/014/37/25-26 (1ST CALL) Name of the Work: Restoration of Paver Block Footpath, Concrete & I.P.S. passage at 14/3, C.E. Road, 1/1/H, Satin Sen Sarani and its surrounding areas in Ward No.-14 Excavated by C.E.S.C. Estimated Cost: ₹ 3,97,662.00 . Earnest Money: ₹ 8,000.00 . Period of Completion: 40 days .
6. NIT No.: KMC/VI/047/016/2025-2026/R Name of the Work: Renovation of Footpath and Ancillary Civil Works at Chandni Chawk Street, Bow Street etc. and Adjacent area in Ward No.-47. Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ 3,99,663.00 . Earnest Money: ₹ 8,100.00 . Period of Completion: 35 days .	7. NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/27/25-26 (1ST CALL) Name of the Work: Development of Passage at 16/1/H/9 to 16/1/H/11, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No.-14. Estimated Cost: ₹ 4,99,955.00 . Earnest Money: ₹ 10,000.00 . Period of Completion: 30 days .
7. NIT No.: KMC/VI/047/018/2025-2026/R Name of the Work: Repairing of passage & footpath near 18, Temple Street, 11, Jadunath Dey Road, 10, Hospital Street etc. and surrounding area in Ward No.-47. Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ 2,99,700.00 . Earnest Money: ₹ 6,100.00 . Period of Completion: 30 days .	8. NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/31/25-26 (1ST CALL) Name of the Work: Improvement of Footpath at 16/5/H/37/18, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No.-14. Estimated Cost: ₹ 2,99,510.00 . Earnest Money: ₹ 6,000.00 . Period of Completion: 30 days .
8. NIT No.: KMC/APAS/01/161/29/0001 Name of the Work: Renovation of IP Passage, Drainage System, Toilet and Bathroom at 46K, Gorachand Road and Adjacent area in Ward No.-60. Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ 4,94,873.00 . Earnest Money: ₹ 10,000.00 . Period of Completion: 30 days .	9. NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/31/25-26 (1ST CALL) Name of the Work: Development of Passage at 16/1/H/1 to 16/1/H/12, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No.-14. Estimated Cost: ₹ 4,99,376.00 . Earnest Money: ₹ 10,000.00 . Period of Completion: 40 days .
9. NIT No.: KMC/APAS/01/161/32/0001 Name of the Work: Renovation of IP Passage, Drainage System, Toilet and Bathroom at 3, Jannagar Road and Adjacent area in Ward No.-60. Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ 4,99,628.00 . Earnest Money: ₹ 10,000.00 . Period of Completion: 30 days . Last date and time of submission of bid: 13.11.2025 – 3.00 p.m. (for Sl.No. 1 to 9). Tender open date: 15.11.2025 – 3.00 p.m. (for Sl.No. 1 to 9). The bid forms and other details are available on and from 18.10.2025 (6.00 p.m.) (for Sl. No. 1 to 9). The website https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 9).	10. NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/31/25-26 (1ST CALL) Name of the Work: Improvement of Footpath at 16/5/H/37/18, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No.-14. Estimated Cost: ₹ 2,99,376.00 . Earnest Money: ₹ 10,000.00 . Period of Completion: 40 days .
The Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works :--	11. NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/08/25-26 (2nd CALL) Name of the Work: Improvement of Tap Water Platform at 39/18, M.M. Road and its surrounding areas in Ward No.-14. Estimated Cost: ₹ 2,99,371.00 . Earnest Money: ₹ 6,000.00 . Period of Completion: 40 days . Last date and time of submission of bid: 07.11.2025 up to 12.00 noon (for Sl. No. 1 to 10). & 10.11.2025 up to 12.00 noon (for Sl. No. 11). Date and time of opening of Tender: 10.11.2025 on or after 12.00 noon (for Sl. No. 1 to 10) & 12.11.2025 on or after 12.00 noon (for Sl. No. 11). The bid forms and other details shall be available on and from 31.10.2025 (5.00 p.m.) (for Sl. No. 1 to 7 & 11) 30.10.2025 (5.00 p.m.) (for Sl. No. 8 to 10). The website https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 11).
1. NIT No.: KMC/EE-III/014/APAS/18/25-26 (1ST CALL) Name of the Work: Improvement of passage at	1260/25-26

মুর্শিদাবাদের বনাঞ্চল থেকে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিলো লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ

২৫ ডিসেম্বর থেকে চা উৎপাদন বন্ধ রাখার দাবি জানিয়ে চিঠি

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : আসন্ন শীতের মরসুমে উত্তরবঙ্গের সব বাগানে ২৫ ডিসেম্বর থেকে শীতকালীন চা উৎপাদন বন্ধ রাখার দাবি জানিয়ে ক্ষুদ্র চা চাষী সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান মাল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ভারতীয় চা পর্ষদকে চিঠি দিয়েছে। নিয়ম মেনে উৎপাদন বন্ধ করার দিনক্ষন ঘোষনা করে এখনই নির্দেশিকা জারি না করলে উত্তরবঙ্গের বটচিফ কারখানাগুলির একাংশ অসম থেকে চায়ের বর্জ্য কিনে নিকট মনের চা তৈরি করিতে পারে বলে পর্যবেক্ষণে আসোসিয়েশনের লেখা ই –মেইল এ আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে বলে কলকাতায় চা পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য গত বছর হঠাৎ নির্দেশিকা জারি করে ৩০ নভেম্বর থেকে বাগানগুলিতে শীতকালীন চা উৎপাদন বন্ধ করার কথা ঘোষনা করায় বাগানগুলি বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছিল বলেও চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় না এলেও সর্বনাশ বাংলার মাঠে, পাকা খান নষ্টে কৃষকদের চোখে জল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৯ অক্টোবর : অল্প উপকূলে প্রবেশের পর থেকেই ধীরে ধীরে শক্তি হারিয়েছে ঘূর্ণিঝড় মাস্থা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা অতি গভীর নিম্নচাপের পরিণত হয়েছে। তার প্রভাবে ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে বাংলায়। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় শুকরাব পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। কার্তিক মাসের এই অকালবৃষ্টিতে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা – পাকা খান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, আলু চাষও দেরি হতে পারে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস যে অমূলক নয়, তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট বাঁকুড়া-সহ বিভিন্ন জেলায়। মঙ্গলবার বিকেলে থেকেই বাঁকুড়ার নানা প্রান্তে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় তেঙ্গে গেছে চায়ের জমি, মাঠে শুক্যে পড়েছে হেক্টরের পর হেক্টর পাকা খান। ফলে মরসুমের মাঝেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে কৃষকদের। এদিকে চলতি মরসুমে মোটামুটি ঠিকাক সময়েই এসেছিল বর্ষা। পর্ষাও বৃষ্টিও হয়েছিল। ফলে অন্য বছরের তুলনায় এবার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল আনন ধানার চাষ। এদিকে এবার শুরু হয়ে গেছে ধান কাটার মরসুম। আর ঠিক তার আগেই অকাল বৃষ্টি কার্যত মই দিয়ে গেল পাকা ধানো। কৃষকদের অভিযোগ, বৃষ্টির সঙ্গে বইতে থাকা দমকা ঝোড়ো হাওয়াই যেন তাদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঠের ধান একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছেন কোড়ালপুর, জগপুর, বিষ্ণুপুর, সোনামুন্ডি, পাত্রাসার ও ইন্দাস অঞ্চলের কৃষকরা। সর্বত্রই হেক্টরের পর হেক্টর জমিতে পাকা ধান নষ্ট হয়ে গেছে। পরিস্থিতি দেখে কৃষকরা আশঙ্কা করছেন, ফলনে অর্থের ক্ষয়ক্ষতি ক্ষতি হতে পারে। অনেকেই জানিয়েছেন, সমবায় ব্যাংক বা চাষজনের কাছ থেকে সহায়তা মচা করেছিলেন তারা। এখন এই বিপুল ক্ষতির বোঝা কীভাবে সামলাবেন, সেই চিন্তাতেই তাদের রাতের ঘুম উঠাও।

পঞ্চায়েতের ফরিদাবাদ, বর্তনাবাদ, পাইকমারী রাধাকান্তপুর সহ সংলগ্ন ১০-১২ টি গ্রাম জুড়ে প্রায় ৮০০ বিঘা জমির উপর একটি বিরাট বনাঞ্চল রয়েছে। এই বনাঞ্চলে দামি শাল, সেগুন গাছ ছাড়াও প্রচুর ঘাস জাতীয় গাছ জন্মায়। স্থানীয় মানুষেরা জানিয়েছেন গত দু’বছর আগে পর্যন্ত বনদপ্তরের তরফ থেকে ঘাস জাতীয় গাছ যা মূলত খড় হিসেবে ব্যবহার করা হয়, বিক্রি করার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হতো। এর পাশাপাশি দামি কাঠ বিক্রির জন্যও বনদপ্তর দরপত্র আহ্বান করতো। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, কোনও অজ্ঞাত কারণে গত দু’বছর ধরে এই খড় বিক্রি করার জন্য বনদপ্তরের তরফ থেকে কোনও দরপত্র ডাকা হয়নি। আর তারই সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু ব্যক্তি বনাঞ্চলে ঢুকে নির্ভরমত খড়, ঘাস এবং কাঠ কেটে নিয়ে খোলা বাজারে বেআইনিভাবে

বিক্রি করছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, জিতপুরের বনাঞ্চলে যে খড় পাওয়া যায় তা বাড়ির চালা তৈরি করার কাজ সহ আরও নানা কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই খড়ের গুণমান উন্নত হওয়ায় বাজারে বিপুল দামে বিক্রি হয় জিতপুরের বনাঞ্চল থেকে পাওয়া ওই ঘাস। বেঙ্গাল শেখ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, ‘গত কয়েকদিন ধরে বনাঞ্চলের মধ্যে ঢুকে বিক্রি কিছু মানুষ অবৈধভাবে গাছ এবং খড় কেটে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বৃ্ধবার সকালে কয়েকটি মোটর চালিত ভ্যানে করে খড় নিয়ে যেতে দেখে আমরা সেগুলো আটক করি এবং বনদপ্তরের আধিকারিকদের খবর দেওয়া হয়।’ গ্রামবাসীরা অভিযোগ, অবৈধভাবে কাঠ এবং খড় বিক্রির চক্রের সঙ্গে বনদপ্তরের কিছু কর্মীরাও জড়িত রয়েছে। তাদের অভিযোগ, প্রত্যেক বছর এই বনাঞ্চল থেকে

সময়ানুবর্তিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১৮টি ট্রেনের সময়সূচীর সংশোধন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২৯ অক্টোবর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং আরও ভালো সময়ানুবর্তিতা বৃদ্ধি করার জন্য তার নেটওয়ার্ক জুড়ে নির্বাচিত ১৮ টি স্টেশনে আঠারোটি (১৮) ট্রেনের সময়সূচী সংশোধন



করেছে। সংশোধিত সময়সূচীগুলি নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে ২৫ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছেঃ
২৫ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে
কার্যকর- ট্রেন নং. ১৫৭১৯ / ১৫৭২০ (কাটিহার – শিলিগুড়ি – কাটিহার)
ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস কাটিহার –এবং শিলিগুড়ি স্টেশন ট্রেন নং. ২২৩০১ (হাওড়া – নিউ জলপাইগুড়ি)
বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ট্রেন নং. ১২৩৬৩ (কলকাতা – হলদি বাড়ি)
সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস হলদি বাড়ি এবং হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন ট্রেন নং. ১৫৪৬৪ (শিলিগুড়ি – বালুরগাঙ)
ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বালুরগাঙ থেকে শিলিগুড়ি স্টেশন ট্রেন নং. ১৩২৪৬ (আরা – নিউ জলপাইগুড়ি)
ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এবং ট্রেন নং. ১৫৭২৩ (যোগবানি – শিলিগুড়ি)
এক্সপ্রেস শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন।
২৭ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে
কার্যকর- ট্রেন নং. ১৩১৪১ (শিয়ালদহ – নিউ আলিপুরদুয়ার)
তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, যোকসাডাঙ্গা,

ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, নিউ ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড এবং বেলোকোবা স্টেশন।
২৮ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে
কার্যকর- ট্রেন নং. ১২৩৪৮ (আরা – কামাখ্যা)
ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস কামাখ্যা, গোয়ালপাড়া টাউন এবং নিউ বঙাইগাঁও স্টেশন ট্রেন নং. ১৫০৭৭ (কামাখ্যা – গোমতী নগর)
এক্সপ্রেস কামাখ্যা, গোয়ালপাড়া টাউন এবং নিউ বঙাইগাঁও স্টেশন।
২৯ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে
কার্যকর- ট্রেন নং. ১৫৬৬১ (রাচি – কামাখ্যা)
এক্সপ্রেস কামাখ্যা স্টেশন।
৩০ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে
কার্যকর- ট্রেন নং. ১৩১৪২ (নিউ আলিপুরদুয়ার – শিয়ালদহ)
তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস সামসি থেকে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন ট্রেন নং. ২২৩০২ (নিউ জলপাইগুড়ি – হাওড়া)
বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি এবং কিশানগঞ্জ স্টেশন ট্রেন নং. ২২২৩৩ (নিউ জলপাইগুড়ি – পটনা)
বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি, কিশানগঞ্জ এবং বারসোই স্টেশন ট্রেন নং. ২২২৩৪ (পটনা – নিউ জলপাইগুড়ি)
বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি, কিশানগঞ্জ, বারসোই এবং কাটিহার স্টেশন ট্রেন নং. ১৫৬৪৪ (কামাখ্যা – পুরী)
এক্সপ্রেস কামাখ্যা থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন।
৩১ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে
কার্যকর- ট্রেন নং. ১২৩৬৪ (হলদি বাড়ি – কলকাতা)
সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস হলদি বাড়ি, জলপাইগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি, কিশানগঞ্জ এবং হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন।
০১ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে
কার্যকর- ট্রেন নং. ১৩২৪৫ (নিউ জলপাইগুড়ি – আরা)
ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন।
ক্রমাগত পরিচালনামোগত উন্নতির মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেনের গতিবেগ এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে, যা যাত্রীদের জন্য দ্রুত, সুরক্ষা এবং আরও সময়ানুবর্তী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করেছে। যাত্রীদের যাত্রা শুরু করার আগে ন্যাশনাল ট্রেন এনালোজি সিস্টেম (এনটিইএস) –এ রিয়েল টাইম ভিত্তিতে ট্রেনের চলাচলের স্থিতি এবং সময়সূচীর বিবরণ যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ২৯ অক্টোবর : বাড়িতে রয়েছে স্ত্রী। সে সব কথা গোপন রেখেই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক তরুণীর সঙ্গে দিলের পর দিন সহবাসের অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে সহবাসের ফলে গর্ভবতী হয়ে এক সন্তানের জন্ম দেন জেদি তরুণী। বর্তমানে তৃণমূল নেতার কথার অবাধ্য হওয়ায় তরুণীকে প্রাপ্তে বসে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে পরিবার এবং নিজের প্রাণ বাঁচাতে পুলিশের দ্বারস্থ হন তরুণী। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার নাম প্রিয়নাথ সাউ ওরফে বট্টা। তিনি রামপুরহাট পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দুবারের কাউন্সিলর। সেই সঙ্গে তিনি সদ্য মনোনীত রামপুরহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি। জানা গেছে, রামপুরহাট পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই তরুণী ২০১৫ মাসে ভোটার কার্ড সংক্রান্ত বিষয়ে অসিলে গিয়ে কাউন্সিলর প্রিয়নাথ সাউয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। এরপরই তাকে ভোটার কার্ড তৈরিতে সাহায্যের নামে একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় ডেকে পাঠায় বলে তরুণীর একাধিকবার যাতায়াতের সুযোগে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তরুণীর অভিযোগ, প্রিয়নাথ সাউ তার বাড়িতে গিয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। এমনকি সেই বিয়েতে তরুণীর মা বাবা সম্মতি জানায়। সে সময় প্রিয়নাথ জানিয়েছিলেন তিনি সমিি অবিবাহিত। এইভাবে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনের পর দিন তরুণীর সঙ্গে সহবাস করেন ওই

কাউন্সিলর। বছর পাঁচেক পর বিয়ের প্রস্তাব দিলে অভিযুক্ত প্রিয়নাথ সাউ বিয়েতে অস্বীকার করে। তখন সে জানায় তার স্ত্রী ও পুত্র রয়েছে। তারপর তরুণী কাউন্সিলরের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিলে প্রিয়নাথ নিজেকে প্রভাবশালী নেতা হিসাবে পরিচয় দিয়ে পরিবারকে খুনের হুমকি দিয়ে সহবাস চালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে তরুণীর পরিবার মেয়ের অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেয়। কিন্তু তারপরও ওই কাউন্সিলর তরুণীর পিছু ছাড়েনি বলে অভিযোগ। এবার তরুণীর সদ্য বিবাহিত স্বামীকে তাদের সম্পর্কের কথা জানিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে সহবাস করে বলে অভিযোগ। ২০২২ সালের ৩১ অক্টোবর তরুণী পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। সন্তান প্রসব হতেই তরুণী সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে শুরু করেন পরিবার থেকে বিয়ে দেখাও স্বামী। বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে। তারপরও কাউন্সিলর প্রিয়নাথ সাউ তার সঙ্গে সহবাস করে চলেছেন। এবারও প্রভাব খাটিয়ে খুনের হুমকিতে মুখ বন্ধ করে কাউন্সিলরের কথা মতো সহবাসে রাজি হন তরুণী। কিন্তু দিনের পর দিন তার অভ্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় বৃধবার সকালে রামপুরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। শাসক দলের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ধর্যন সহ একাধিক অভিযোগ প্রকাশ্যে আসায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, তৃণমূল ধর্যকদের সম্মান

মেট্রো রেল বিশেষ অভিযান ৫.০ পরিচালনা করছে

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : চলমান বিশেষ অভিযান ৫.০ এর অংশ হিসেবে, মেট্রো রেল আজ বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করেছে। যাত্রীদের মেট্রো প্রাঙ্গণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য তাদের সহযোগিতা বাড়ানোর জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে। এই অভিযানের অণ্ডত্যয়, মেট্রো কর্তৃপক্ষ স্টেশন, অফিস, ট্রাক এবং রেলওয়ে কলোনিগুলিতে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই অভিযানের মধ্যে রয়েছে আবর্জনা অপসারণ, আবাস্ত্রিত গাছপালা পরিষ্কার করা এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা পরিষ্কার করা। বিশেষ অভিযান ৫.০ এর একটি মূল লক্ষ্য হিসেবে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, কর্মক্ষত্রে উন্নত স্বাস্থ্যবিধি এবং দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মীরা নিবিড় সমন্বয়ে কাজ করছেন। মেট্রো প্রাঙ্গণ পরিষ্কার এবং আবর্জনামুক্ত রাখার জন্য যাত্রীদেরও উৎসাহিত করা হচ্ছে। মেট্রো প্রাঙ্গণে থুতু ফেলা বা আবর্জনা ফেলা না করার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ করে পাবলিক অ্যাপ্রোচ সিস্টেমের মাধ্যমে নিয়মিত ঘোষণা করা হচ্ছে। সিসিটিভি নজরদারির মাধ্যমে অপরাধীদের সহজেই সনাক্ত করা যাবে এবং ৫০০ টাকা জরিমানা করা হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ সকল যাত্রীদের অনুমোদিত পদ্ধতিতে বসে থাকা বেনে প্রার্থীরা স্টেশনগুলিতে দেওয়া ডাস্টবিন ব্যবহার করেন। আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের মেট্রো ব্যবস্থাকে পরিষ্কার, নিরাপদ এবং যাত্রীরাঙ্কব রাখতে হাত মেলাই।

চলন্ত ট্রেন থেকে নিখোঁজ-কংসাবতী থেকে মিলল পড্ডয়ার দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৯ অক্টোবর : চলন্ত ট্রেন থেকে রহস্যাজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যাদবপুর রেলবন্দার মায়ের সঙ্গে কলকাতা থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। বাঁকু ডার বাসিন্দা সোহম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে মেদিনীপুর শহরে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার মায়ের সঙ্গে কলকাতা থেকে ট্রেনে করে বাঁকুড়ার বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে হাওড়া-আত্রা শিরোমণি এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে মা ও ছেলে বাড়ি ফিরছিলেন। ট্রেনটি মেদিনীপুর স্টেশনে ঢোকার আগে কাঁসাই হস্টের আগে গতি কমিয়েছিল বলে খবর। সেইসময় সোহমের মা শৌচাগারে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি দেখেন ছেলে নিজের আসনে নেই। আশপাশের যাত্রীদের কাছে ছেলে কোথায় গেল, তিনি জানতে চান। সেসময় অন্য যাত্রীরা জানান, সোহমকে তাঁরা দরজার কাছে যেতে দেখেছিলেন। গোটা কামরা তন্নতর করেও বছর ২০-এর সোহমকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফোন করেও পাওয়া যায়নি। মেদিনীপুর রেল স্টেশনে নেমে সোহমের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়। খবর পেয়ে রাতেই বাঁকুড়া থেকে মেদিনীপুরে পৌঁছে যান তাঁর বাবা। তারপর থেকেই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। বুধবার সকালে কংসাবতী নদীতে ভেসে থাকতে দেখা যায় এক মৃতদেহ। পুলিশ উদ্ধার করে বৃকতে পারে, সেটি সোহম পাঠের দেহ। বাবা-মা শনাক্ত করেন মৃতদেহটি। ময়নাতত্ত্বের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছে। তবে এখনও অজানা, কীভাবে ঘটল এই মর্মান্তিক ঘটনা। সোহম কি নিজে থেকেই নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, নাকি ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুর্ঘটনাবশত পড়ে গিয়েছিলেন? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

নৃশংস খুন, বোলপুরে ফিরল আদিবাসী যুবকের দেহ শোকস্তব্ধ দামোদরপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৯ অক্টোবর : রুটি রুজির তাগিদে দশ মাস আগে উত্তরপ্রদেশে কাজের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন বীরভূমের বোলপুর ব্লকের ক সবা গ্রাম পঞ্চায়েতের দামোদরপুর গ্রামের প্রতীক হেমরমা। দিন কয়েক আগে দিল্লি-কানপুর রেললাইনের মাঝে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় তার। অভিযোগ, শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার জন্যই নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে বীরভূমের এই আদিবাসী যুবককে। ঘটনার পর অতিবেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল কানপুরে যায় এবং দলের তত্ত্বাবধানে প্রতীকের দেহ ফিরিয়ে আনা হয় কিনা গ্রামে। রাজ্যসভার আসন ও পরিযাত্রী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান সামিফুল ইসলাম, জেলা পরিষদের সভাপতিগতি কাজল শেখ, নানুর বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি সহ তৃণমূল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। দেহ পৌঁছোয়ই শোকের ছায়া নেমে আসে দামোদরপুর গ্রামে। বৃষ্টি ও অশ্রুজলে ভিজে যায় গোটা এলাকা। ৩২ বছরের যুবকের অকাল মৃত্যুতে শূন্য গ্রামবাসী। নিহতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ফুল-মালায় ভরে ওঠে পথঘাট। তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছেন, অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দল ও রাজ্য সরকার নিহত প্রতীকের পরিবারের পাশে রয়েছে এবং সমস্ত প্রকম সহায়তা করা হবে। নিহত প্রতীক হেমরমের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় বোলপুরের মকরমপুর শ্মশানে আদিবাসী রীতি মেনে।

হাওড়া পুরসভা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিয়ালকে

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৯ অক্টোবর : হাওড়া পুরসভা দেওয়া হয়েছে পুর কমিশনারকে, যা নিয়ে সরকারি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিয়ালকে। ফলে ভেঙে গেল পূর্বের প্রশাসকমন্ডলী।

তরফে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ গত সাত বছর হাওড়া পুরসভায় নির্বাচন হয়নি। রাজ্য



দিয়েছিলেন সৈকত চৌধুরীও। হাওড়া পুরসভার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিয়াল। এই ব্যাপারে পুর ও পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলো রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। এর ফলে পরিচালন বোর্ড আপাতত আর কার্যকর থাকলো না। হাওড়া পুরসভার প্রশাসকের দায়িত্ব

পরিচালনার দায়িত্ব একার হাতেই সামলাবেন পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিয়াল। এই ব্যাপারে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর তাকে সরকারিভাবে দায়িত্বভার দিয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে, নাগরিকদের স্বার্থে অবিলম্বে পুরভোটের দাবি তুলেছে বিজেপি।

এসআইআর আতঙ্কে দিনহাটায় আত্মহত্যার চেষ্টা বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৯ অক্টোবর : এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন ৬৫ বছরের বৃদ্ধ খায়রুল শেখ। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটার বৃডিহাট ২ পঞ্চায়েতের জিতপুর গ্রামে। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, খায়রুল শেখের বয়স ৬৫ বছর। বাড়ি কোচবিহার জেলার দিনহাটার বৃডিহাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত জিতপুর এলাকা। এদিন সকালে আচমকা তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বাড়ির লোকদের বিষয়টি নজরে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিয়ে যান দিনহাটা হাসপাতালে। সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হতেই তাঁকে রেফার করা হয় কোচবিহার এমজেন্সি মেডিকেল কলেজ। এলাকাবাসীরা বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদিকে বৃদ্ধের পরিবার জানিয়েছে, তাঁর নাম খায়রুল শেখ হলেও, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় খয়রু শেখ রয়েছে, মানে নামের বানান ভুল। এই ভুল থাকায় তিনি আতঙ্কিত ছিলেন। এসআইআর ঘোষণা হতেই সেই আতঙ্ক আরও বাড়ে। আশেপাশের লোকজনের থেকে বিস্মিতমূলক কিছু তথ্য পেয়ে ভাবেন, তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে। সেই ভয়ে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। হাসপাতালে শুয়ে খায়রুল শেখ জানান, আতঙ্কেই আমি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে চেয়েছিলাম। নামের এই অমিলের কারণে আমি বেশ কিছুদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পাড়া -প্রতিবেশীরাও জানিয়েছেন, নামের ভুল নিয়ে প্রশাসনিক জটিলতায় পড়ে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তার এই মানসিক চাপই শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার চেষ্টার দিকে ছেলে দেয় বলে দাবি তাদের। এদিকে ঘটনায় স্থানীয় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

হিরের অলঙ্কারে সাজানো হচ্ছে হেলাপুকুরের সোনা মাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দননগর, ২৯ অক্টোবর : এ বার শিরোনামে সেই সোনার মাকে। হেলাপুকুর ধারের এই



প্রতিমা স্থানীয়দের কাছে পরিচিত ‘ সোনা মা’ নামে। এ বার প্রতিমার সাজসজ্জায় বিশেষ চমক থাকছে। ২০১৯ সাল থেকেই প্রতিমাকে সোনার গয়না দিয়ে সাজানো হয়। তবে এ বার হিরের অলঙ্কারে সাজানো হচ্ছে প্রতিমা। দেবীর মুকুট, কানপাশা, গলার চেন-সহ সব অলঙ্কারেই থাকছে হিরে। প্রত্যেক বছরেই এই মূর্তি দেখতে ভিড় জমা় দর্শনার্থীরা। এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই আশা উদ্‌যোক্তাদের। পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকার

বিশেষ খবর জানান, ২০১৯ সাল থেকে প্রতিমাকে সোনার অলঙ্কার দিয়ে সাজানো শুরু হয়েছিল। এই বছর হিরে থাকছে প্রতিমার অলঙ্কারে। চুঁচুড়ার একটি বিখ্যাত অলঙ্কার বিশপীর গয়না দিয়েই সাজানো হচ্ছে প্রতিমা। সোনার উপরে ছোট ছোট হিরে বসিয়ে তৈরি হয়েছে গয়না। একটি জমকালো নীল শাড়ি পরানো হয়েছে প্রতিমাকে। তিনি আরও বলেন, মণ্ডপ ও প্রতিমা দেখতে বহু মানুষ আসছেন এখানে। প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্যও বিশেষ থিম রাখা হয়েছে। এ বছর তাঁদের শোভাযাত্রার থিম ‘ত্রিকাল’ বিভিন্ন বকমের মুদ্রাশ দিয়ে সেজেছে যুগপ্ত। সঙ্গে হিরের গয়নার মূর্তি। সব মিলিয়ে হেলাপুকুর ধারের পুজো যে আকর্ষণের কেন্দ্রে, তা বলাই বাহুল্য।

চন্দননগরেরই হেলাপুকুর ধারের জগদ্ধাত্রী পুজো। হিরের গয়না পড়িয়ে সাজানো হয়েছে প্রতিমাকে। জগদ্ধাত্রী পুজোয় শুধু রাজোই নয়, গোটা দেশেই সুনাম ছুগলির চন্দননগরের। আদ্যে, প্রতিমা, মণ্ডপসজ্জা সব দিকে থেকেই চন্দননগরের পুজোর আলাদা আকর্ষণ থাকে প্রতি বছর। এ বছর ৬৬তম বর্ষে পড়েছে হেলাপুকুর ধারের জগদ্ধাত্রী পুজো। ১৮ ফুটের প্রতিমা তৈরি করানো হয়েছে। প্রতিমা তৈরি করেছেন কলকাতার কুমৌরটুলির শিল্পীরা। অন্য বছর

পূর্ব রেলওয়ে
 টোভার নেটসি নং ১এলএস/এইচডব্লুএইচ/১০/৫৪৮/ইএমওড (ওপেন টেন্ডার) ইন সার্ভিস কন্ট্রোল্ড অফ টি-প্ল্যাফোর্ট সিস্টেম তারিখঃ ২৮.১০.২০২৫। পিনির ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএমইউ), পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিন্ডিং, ১ম তল, হাওড়া কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে অনলাইনে ওপেন ই-টেন্ডার (মুই প্ল্যাফোর্ট সিস্টেম) আদায় করা হচ্ছে। কাজের নামঃ ০২ বছরের জন্য ফলাফলের ভিত্তিতে সারাদিন যে কোনো সময়ে (২৪ ঘণ্টা) ব্যাভেল কারশেডের এইএমইউ রেক গুলির অভ্যন্তর পরিধারে শুভ সাফাই এবং বহিঃভাগ জল দিয়ে পরিষ্কার করার কাজ; কাজের আনুমানিক মূল্যঃ ২,০৩,১৮,৫৯১.৯৯ টাকা; টেন্ডার নম্বরঃ ৮০০ টাকা; বারান্দা অর্থঃ ২,৫১,৬০০.০০ টাকা; সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ ৭৮০ দিন; টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ ০২ সময়ঃ ১৪.১১.২০২৫ তারিখ পুর ১২ টা; চুক্তির ধারাঃ ১ সার্ভিস; নবায়ন প্রদান পদ্ধতিঃ দুই বছরে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ যে প্রসেসবইটে পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইন ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপত্রাদা দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে পরস্পর দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরপর হাতেহাতে দাখিল করারদরপত্রবৃ্ত্তি হইবে গ্রাথ হইবে না এবং সরাসরি বাতিল করা যাবে। (HWH-362/2025-26) টেন্ডার রিগ্রুপিং www.ar.inদিয়েগোবন। www.ireps.gov.in বরেনসাইট-এও পর্গা যাবে।
আমাদের অফসাল কল @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of The PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide NleT No.-WBUPR/EO/PARA/INIT(e)-44/2025-26 of the Office of The Para Panchayt Samity, P.O-Para, District-Purulia, 23(Twenty-Three) nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Document download/sell starting from 28.10.2025 up to 17.11.2025 10.00 PM. Bid submission starting from 28.10.2025 up to 17.11.2025 at 10:00 AM. And Opening on 19.11.2025 at 10:05 A.M. For details please visit website.
Sd/- Executive Officer Para Panchayat Samity
Office of The Executive Officer Purbasthali-I Panchayat Samity SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN NOTICE INVITING e-TENDER 1. Re-e-Tender Reference No- Re-P-I/37/3363/DMF/2025-26, Dated-17/10/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_928616 has been floated Construction of ACR at Kundapara F.P. School under Nadanghat Gram Panchayat within Purbasthali-I Dev. Block Fund DMF. 2. Re-e-Tender Reference No-Re-P-I/36/1554/EO/15th CFC, Dated-17/10/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_928577 has been floated New Construction of Guest house at first floor of Bharat Nirman at Purbasthali-I Panchayat Samity campus Under 15th CFC. (2025-26). 3. e-Tender Reference No.-P-/104/1524/EO/APAS/2025-26, Dated-17/10/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_928107-1_30 has been floated 30 nos. scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26). Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.
Sd/- Executive Officer Purbasthali-I Panchayat Samity Srirampur, Purba Bardhaman

চলুন বেড়াতে যাই

মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরি, কার্শিয়াংয়ের ‘ডাক’ ফেরানো দায়



কার্শিয়াং তাে বছবার গিয়েছেন কিন্তু এই পাহাড়ি শহরের অনতিদূরেই রয়েছে একটুকরো স্বর্ণ ‘ ডুয়ার্সের এই জায়গা এখনও প্রচারের আড়ালে। নৈসর্গিক দৃশ্যের অধিকারী হলেও একমাত্র সেরকম ভ্রমণপিপাসু না হলে পর্যটকরা খুব একটা ভিড় জমান না চিমনিতে। শহুরে কোলাহল থেকে দূরে থাকতে দিন কয়েক এখানে কাটিয়ে আসতে পারেন। দার্জিলিং, কালিম্পাং, কার্শিয়াংয়ের কোলে এমন অনেক পাহাড়ি গ্রাম রয়েছে, যা হয়ে উঠতে পারে আপনার লং উইকএন্ডের পারফেক্ট গন্তব্য। তবে, কার্শিয়াংয়ের বাগোরা অন্যদের থেকে বেশ আলাদা। বাগোরার পাশেই এই চিমনি গ্রাম। এখানে প্রকৃতি যেন অপরূপ সাজে সেজে হাতছানি দেয়! হিমালয়ের কোলে লুকনো এক ছোট গ্রাম চিমনি। যদিও তার আগে আপনাকে পৌঁছাতে হবে কার্শিয়াং থেকে মাত্র ১৭ কিলোমিটার দূরত্বে

অবস্থিত বাগোরা। ভায়া দিলারাম হয়ে যেতে হবে এখানে। পাইন এবং ওক গাছের সমাহারে ভোর বা পড়ন্ত বিকেলের দৃশ্য মুগ্ধ করে দেবে আপনাকে। কান পাতলেই এখানে শোনা যায় পাখির কলতান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে যে কোনও পাহাড়ি গ্রামকে টেক্সা দিতে পারে চিমনি কিংবা বাগোরা। প্রায় ৭ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই জয়গাগুলো পর্যটন কেন্দ্রস্থ চিকই, কিন্তু বাগোরার চাইতে মূল আকর্ষণ ‘ হোমস্টে’ থেকে যে ভিউ আপনি পাবেন, প্রেমে না পড়ে থাকা দায়! পাহাড়ের কোলে অপরূপ এই গ্রামের মন্ত্রমুগ্ধকর প্রাকৃতিক শোভার প্রেমে পড়ে যাবেন। রোজকার বাস্ত জীবন থেকে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে চুঁ মেরে আসতে পারেন এই শীতকালে। মেঘ আর পাহাড়ের লুকোচুরি মন্দ লাগবে না দেখতে। সবুজে ঘেরা হিমালয়ের কোল। দিন

কয়েকের আরাম নিয়ে একেবারে সতেজ হয়ে ফিরুন প্রতিদিনের জীবনে। শীতকালে এখানে একটি মূল আকর্ষণ রয়েছে। গাছে গাছে ঝুলে থাকা কমলালেবু। চাইলেই হাত বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পাবেন। কাছেই সিংং। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অপরূপ। তাই সেখানে ঘুরে আসার যুযোগও হাতছাড়া করবেন না। চিমনি ভিলেজ হোমস্টেিতে থাকার খরচা ভীষণই পকেট ফ্রেন্ডলি। মাথাপিছু মোটে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা। তাও আবার প্রাতঃ রান্ধ, স্কন্ধের স্নানাস এবং ভিনার সব মিলিয়ে। মধ্যাহ্নভোজের জন্য আলাদা খরচ। শিলিগুড়ি কিংবা এনজেপি স্টেশন থেকে চিমনি কিংবা বাগোরা যেতে প্রাইভেট গাড়ি বুক করতে হবে। ভাড়া ৬ হাজার থেকে ৪ হাজারের মতো। ককেক জন মিলে গেলে গ্যাটের কড়ি বেশি খরচ হবে না।

দক্ষিণ ভারতের এই মনোরম গন্তব্যগুলি ঘুরে আসুন

দক্ষিণ ভারত একটি আদর্শ পালানোর জায়গা হয়ে ওঠে। খোয়াশায় ঢাকা পাহাড়ি এলাকা, মনোরম সমুদ্র সৈকত, শান্ত ব্যাকওয়াটার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয়ে এই অঞ্চল প্রতিটি ধরনের ভ্রমণকারীর জন্য প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের এক অপূর্ব মিশ্রণ উপহার দেয়। আপনি যদি পাহাড়ের শীতল আশ্রয় , সৈকতের নির্জনতা কিংবা সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার খোঁজে থাকেন, তবে দক্ষিণ ভারত আপনার জন্য বিশেষ কিছু নিয়ে অপেক্ষা করছে। পাহাড়ি দৃশ্যের প্রেমীদের জন্য মুম্বার, উট, কুর্গ এবং কোদাইকানাল শীতল আবহাওয়া, সবুজ চা বাগান এবং অপরূপ দৃশ্য নিয়ে অপেক্ষা করছে। সমুদ্র সৈকতপ্রেমীরা গোকর্ণ, বর্কলা এবং আলোপ্পিতে নির্মল বালুকাবেলা ও শান্ত ব্যাকওয়াটার উপভোগ করতে পারেন। দু ঃ সাহসিকতার খোঁজে থাকলে ওয়ানাডের জঙ্গলের পথে হারিয়ে যান, আর ইতিহাসপ্রেমীরা হাম্পির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে সময় কাটাতে পারেন। ১. মুম্বার, কেরল

কেরলের একটি স্বপ্নময় পাহাড়ি শহর মুম্বার তার অফুরন্ত চা বাগান, খোয়াশায় ঢাকা পাহাড় এবং ঝর্ণার জন্য বিখ্যাত। এপ্রিলের শীতল আবহাওয়া এটিকে গ্রীষ্মের তাপ থেকে মুক্তির জন্য নিখুঁত করে তোলে। প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য মুম্বারের চা বাগান ও পাহাড়ের প্যানোরামিক দৃশ্য

একটি শান্ত আশ্রয়। ২. কুর্গ, কর্ণাটক কুর্গ বা কোদাণ্ড তার মনোরম কফি বাগান, রঙিন ফুল আর দু ঃসাহসিক ট্রেকিং পথের জন্য পরিচিত। এখানকার অ্যাংবে ফলসের জলপ্রপাত সবুজের মাঝে অপূর্বভাবে ঝরে পড়ে। কফি বাগানের সবুজ বাগিচা প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য এটিকে অবশ্যই যাওয়ার জায়গা করে তোলে। ৩. উট, তামিলনাড়ু ‘ রানি’ নামে পরিচিত উট তার শীতল আবহাওয়া, সুসজ্জিত বাগান এবং পাহাড়ি দৃশ্য দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে। বোটনিকাল গার্ডেন এবং উট লেক এখানে অবশ্যই দেখার মতো। উটির সবুজ উপত্যকা এবং ঘুরের প্রদর্শনী গ্রীষ্মের জন্য একটি আদর্শ গন্তব্য। ৪. কোদাইকানাল, তামিলনাড়ু

‘ রাজকন্যা’ হিসেবে পরিচিত কোদাইকানাল তার খোয়াশাময় দৃশ্য, শান্ত হ্রদ এবং পাইন বনের পথের জন্য প্রিয়। এপ্রিলে এটি একটি নির্জন এবং রোমান্টিক গন্তব্য হয়ে ওঠে। কোদাইকানালের পাইন বনের মধ্যে খোয়াশার খোলে একটি অপার্ষিষ অভিজ্ঞতা দেয়।

৫. ওয়ানাদ, কেরল কেরলের একটি কম পরিচিত রত্ন ওয়ানাদ তার ঘন জঙ্গল, ঝর্ণা এবং বন্যপ্রাণীর জন্য বিখ্যাত। এপ্রিলে এর সবুজ আকর্ষণ এবং শান্ত পরিবেশ সবচেয়ে ভালোভাবে ফুটে ওঠে। ওয়ানাডের অস্পষ্ট জঙ্গল গন্ত্যগুলি একটি পুনর্জন্মের অভিজ্ঞতা দেয়।

৬. কুনুর, তামিলনাড়ু উটির তুলনায় কম বাণিজ্যিক কুনুর শান্তিপূর্ণ ছুটির জন্য উপযুক্ত। এর বিস্তৃত চা বাগান এবং প্যানোরামিক দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তি ও আকর্ষণ ছড়ায়। কুনুরের চা বাগান এবং পাহাড়ি নির্জনতা এটিকে একটি লুকানো রত্ন করে তোলে।

৭. আলোপি, কেরল ‘ ভেনিস’ নামে পরিচিত আলোপি কেরলের আইকনিক ব্যাকওয়াটারে হাউসবোটো ভ্রমণের সুযোগ দেয়, যেখানে নারকেল গাছ আর ধানখেতের সৌন্দর্য মন কাড়ে। আলোপির ব্যাকয়াটারে হাউসবোটো চড়ে শান্তি উপভোগ করা এপ্রিলের জন্য একটি নিখুঁত ছুটি। পাহাড়গুলি শীতল হওয়া এবং ফুলের সমারোহের প্রতিশ্রুতি দেয়, আর উপকূলগুলি জলক্রীড়া এবং সমুদ্রতীরের শান্তির জন্য আদর্শ। আপনি

শান্ত ছুটি বা উৎসাহী দু ঃসাহসিকতার পরিকল্পনা করুন না কেন, এপ্রিল দক্ষিণ ভারতের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য আবিষ্কারের উপযুক্ত সময়। তাই হালকা ব্যাগ গুছিয়ে, স্মার্ট ভ্রমণের পরিকল্পনা করে এই অপূর্ব অঞ্চলটি ঘুরে আসুন।

বাংলার ভ্রমণপ্রেমীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য তালিকা দক্ষিণ ভারতের এই গন্তব্যগুলির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হবেন। মুম্বারের চা বাগান থেকে আলোপির ব্যাকওয়াটার-প্রতিটি জায়গাই প্রকৃতি ও শান্তির এক অপূর্ব সমন্বয়। এপ্রিলে যখন বাংলায় গ্রীষ্মের তাপ বাতড়ে থাকে, তখন এই শীতল পাহাড়ি গন্তব্যগুলি একটি স্বস্তির আশ্রয় দেয়। উটি বা কোদাইকানালের পাহাড়ি সৌন্দর্য বাঙালির রোমান্টিক মনকে আকর্ষণ করবে, আর ওয়ানাডের জঙ্গল পথ দু ঃ সাহসিকতার তৃষ্ণা মেটাবে।

এছাড়া, আলোপির ব্যাকওয়াটারে হাউসবোটো একটি রাত কাটানো বাঙালি পর্যটকদের জন্য একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হতে পারে। কলকাতার ব্যস্ততা থেকে দূরে এই শান্ত জলপথে প্রকৃতির কোলে হারিয়ে যাওয়ার মজাই আলাদা। একইভাবে, হাম্পির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ইতিহাসপ্রিয় বাঙালিদের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য।

ভ্রমণের জন্য কিছু টিপস দক্ষিণ ভারতে এপ্রিলে ভ্রমণের জন্য হালকা পোশাক, সানস্ক্রিন এবং আরামদায়ক জুতো সঙ্গে নিন। পাহাড়ি এলাকায় সকালে ও সন্ধ্যায় হালকা ঠান্ডা থাকতে পারে, তাই একটি পাতলা জ্যাকেট রাখা ভালো। ব্যাকওয়াটার বা সৈকতে গেলে সাঁতরের পোশাক এবং টুপি তুলবেন না। স্থানীয় খাবার-দোসা, ইডলি, কেরলের সীফুড-চেখে দেখার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। এপ্রিলে দক্ষিণ ভারতের আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে মনোরম থাকে। উত্তর ভারতের তীব্র গরমের তুলনায় এখানকার পাহাড়ি গন্তব্যগুলি শীতলতা দেয়, আর উপকূলীয় এলাকাগুলি স্বপ্নের হাওয়ায় স্বস্তি জোগায়। এছাড়া, এই সময়ে পর্যটকদের ভিড় তুলনায় কম থাকে, ফলে আপনি প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও নিরিবিলিতে উপভোগ করতে পারবেন। বাংলার ভ্রমণপ্রেমীদের জন্য দক্ষিণ ভারতের এই গন্তব্যগুলি একটি স্বপ্নের ছুটির প্রতিশ্রুতি দেয়। তাই এপ্রিলের পরিকল্পনা করছেন? ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ুন-মুম্বারের চা বাগান, উটির পাহাড়, বা আলোপির ব্যাকওয়াটার আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

পরিমাণ মাদক মজুত ছিল। আন্তর্জাতিক জলশিমাতেই হামলা চালানো হয় জাহাজগুলিতে। এই হামলায় মার্কিন সেনার কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। হেগসেথ আরও জানান, আমেরিকার নিরাপত্তার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। মার্কিন আধিকারিক বলেন, এই মাদক পাচারকারিদের জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদার সঙ্গে তুলনা করেন। বলেন, এই মাদক সন্ত্রাসীরা জন্য আলো কায়েদার চেয়েও বেশি আমেরিকানকে হত্যা করেছে। ফলে মাদক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের যা

যা করণীয় সবটাই করা হবে। আমরা ওদের ট্র্যাক করব, খুঁজে বের করব এবং হত্যা করব। উল্লেখ্য, চলতি বছরে মাদক পাচার রুখতে বিরাট সামরিক অভিযান শুরু করেছে মার্কিন সেনা। পূর্বে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে নোভেজুয়েলোর একাধিক জাহাজে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করেছে সেনা। রেহাই পায়নি কলম্বিয়াও। এখনও পর্যন্ত সমুদ্রে নৌসেনার অভিযানে ৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে শুধু ক্যারিবিয়ান সাগরে। এবার প্রশান্ত মহাসাগরেও নজরদারি বড়াল আমেরিকা।

শ্রীভূমিতে কংগ্রেসের দলীয় সভায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত!

গুয়াহাটি, ২৯ অক্টোবর ঃ শ্রীভূমি জেলা সদর শহরে অবস্থিত ‘ ভবন’-এ কংগ্রেস সেবাদেরর এক সভায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ‘ সেনার বাংলা...’ পরিবেশনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার অনুপস্থূত তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। দুর্দিন আগে সোমবার (২৭ অক্টোবর) শ্রীভূমি জেলা সদরে ‘ ভবন’-এ কংগ্রেস সেবাদেরর এক সভায় কংগ্রেসসক্মী জঁকেন বিধুভূষণ দাস (৮৫) বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ‘ সেনার বাংলা...’ পরিবেশন করছেন, তার একটি ভিডিও ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। ভাইরাল ভিডিওর বিরুদ্ধে নেটিজেনদের মধ্যে সমালোচনার পাশাপাশি তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। জন্ম দিয়েছে রাজনৈতিক বিতর্কের। এরই মধ্যে রাজ্যের মংসা, পশু পালন ও পশু চিকিসা এবং পূর্ত দফতরেরের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল তড়িঘড়ি সাংবাদিক সম্মেলনে ডেকে ঘটনার তীব্র নিন্দার পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের, মায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ‘ অভিযোগ এনেছেন। মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু জানান, ঘটনার উপলব্ধি করে, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এবং ঘটনা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনকে রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে। মন্ত্রী পালের অভিযোগ, ‘ ঘটনা কংগ্রেসের বাংলাদেশ-প্রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।’ তিনি বলেন, ‘ পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছে এবং বাংলাদেশ সেই দেশেরই একটি অংশ।



ভিজিলাস বুলেটিন প্রকাশ করছেন শুটি দর্পণ, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বোরভান্দর, আমন্ত্রিত বক্তা এবং অন্যান্য উর্ষ্বতন কর্মকর্তারা।

স্কুলে চলাকালীন ফ্যান পড়ে ছাত্র আহত

আগরতলা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): আগরতলার উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কতৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে বুধবার ক্লাস চলাকালীন তৃতীয় শ্রেরী এক ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়। ঘটনাটি ঘটতেই স্কুলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে।

Name Change I, Md Ruhul Amin (Old Name) S/O- Javed Ali Mondal resident of Garabaria , Sarangpur , Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742304 do hereby declared that I have changed my name from Md Ruhul Amin to Md Ruhul Amin Mondal and henceforth I shall be known as Md Ruhul Amin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/10/2025. My name Md Ruhul Amin Mondal & Md Ruhul Amin both are same and one identical person.

Name Change I, Sima Bibi (Old Name) W/O- Asadul Haque resident of Vill- Beldarpura , Po-Chhatrai , Ps-Ranitala , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Sima Bibi to Sima Khatun and henceforth I shall be known as Sima Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/10/2025. My name Sima Khatun & Sima Bibi both are same and one identical person.

Name Change I, Abul Kashim (Old Name) S/O- Abdull Majid Sarkar resident of Char Babupara , Hunumantanagar , Bhagwangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Abul Kashim to Abul Kashem and henceforth I shall be known as Abul Kashem (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/10/2025. My name Abul Kashem & Abul Kashim both are same and one identical person.

Name Change I, Alauddin Sekh S/O Saleriman Sekh Vill- Mahalandi Baitupara, P.O.- Mahalandi, P. S. Kandl, Dist- Murshidabad, W.B. That my original name is Alauddin Sekh which has been recorded in my Voter Card being No - WOB1692797 and also in my Aadhaar Card being No -8706- 4286- 9854, But in My Electoral Roll 2002 (Voter List) being Part No -181, Serial No 169 my name has been recorded as Sekh Alimuiddin. My name Alauddin Sekh and Sekh Alimuiddin both are same person declared by The Court of Ld. (1st Class) Executive Magistrate at Berhampore, Murshidabad dated on 24th sep 2025

Name Change I, Alauddin Sekh S/O Saleriman Sekh Vill- Mahalandi Baitupara, P.O.- Mahalandi, P. S. Kandl, Dist- Murshidabad, W.B. That my original name is Alauddin Sekh which has been recorded in my Voter Card being No - WOB1692797 and also in my Aadhaar Card being No -8706- 4286- 9854, But in My Electoral Roll 2002 (Voter List) being Part No -181, Serial No 169 my name has been recorded as Sekh Alimuiddin. My name Alauddin Sekh and Sekh Alimuiddin both are same person declared by The Court of Ld. (1st Class) Executive Magistrate at Berhampore, Murshidabad dated on 24th sep 2025

Name Change I, AJIJUL HOQUE (old name) S/O - ISAHAK MONDAL , residing at BABLABONA PO- RATSULPUR PS- DOMKAL DIST-MURSHIDABAD PIN- 742303. West Bengal, do hereby de- clare that I have changed my name MOJAFAR HOSSAIN (old name)to MD MOZAFFAR HOSSAIN (new name) and henceforth I shall be known as MD MOZAFFAR HOSSAIN (new name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary public at Domkal court dated on 29/10/2025. MD MOZAFFAR HOS- SAIN (New Name) & MOJAFAR HOS- SAIN (old name) both name are same and one identical Person.

Name Change I, AJIJUL HOQUE (old name) S/O - NASED residing at VILL- BARAIL COLONY PO- KUMARGANJ PS- PUKHURIA DIST- MALDA PIN-732102. West Bengal, do hereby declare that I ,have changed My name from (old name) AJIJUL HOQUE to AJIJUR RA- HAMAN (new name) and henceforth I ,shall be known as (new name) AJIJUR RAHAMAN in all purpose ,vide an affi- davit sworn before the notary public at Domkal court dated on 29/10/2025. (new name) AJIJUR RAHAMAN & AJI- JUL HOQUE (old name) both name are same and one identical person.

Name Change I, MATIBUR RAHAMAN (old name) S/O -TAIYAB ALI residing at VILL- KUMAR- GANJ SIMALTALA PO- KUMARGANJ PS- PUKHURIA DIST- MALDA PIN- 732102. West Bengal, do hereby de- clare that I , have changed My name from (old name) MATIBUR RAHAMAN to MATIUR RAHAMAN (new name) and henceforth I ,shall be known as (new name) MATIUR RAHAMAN in all purpose ,vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 29/10/2025. (new name) MATIUR RAHAMAN & MATIBUR RAHAMAN (old name) both name are same and one identical person.

Name Change I, Md Javed Ali (Old Name) S/O- Samed Ali Mondal resident of Garabaria , Sarangpur , Domkal , Dist-Murshid- abad , West Bengal, Pin- 742304 do hereby declared that I have changed my name from Md Javed Ali to Javed Ali Mondal and henceforth I shall be known as Javed Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/10/2025. My name Javed Ali Mondal & Md Javed Ali both are same and one identical person.

মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা সূচিকংহসা

Name Change I, HAMFUL BIBI (old name) W/O -AJI- JUL HOQUE residing at VILL- BARAIL COLONY PO- KUMARGANJ PS- PUKHURIA DIST- MALDA PIN- 732102. West Bengal, do hereby de- clare that I ,have changed My name from (old name) HAMFUL BIBI to HAM- PHUL BIBI (new name) and henceforth I ,shall be known as (new name) HAM- PHUL BIBI in all purpose ,vide an affi- davit sworn before the notary public at Domkal court dated on 29/10/2025. (new name) HAMFUL BIBI & HAM- PHUL BIBI (old name) both name are same and one identical person.

Name Change I, MANIK SEKH (old name) son of LUT- FUL SEKH residing at Umarpur Ghor- shala , Raghunathganj , Dist-Murshi- dabad, Pin-742235 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MANIK SEKH to MANIK SK and henceforth I shall be known as MANIK SK(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 29/10/2025. MANIK SK and MANIK SEKH both are same and one identical person.

Name Change I, MD SAHIRUDDIN SHAIKH(old name) son of ABDUS SALAM SK residing at Mondal Para, Jangipur, Raghunathganj, Dist-Murshidabad, Pin-742213 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD SAHIRU- DIN SHAIKH to SAHIRUDDIN SK and henceforth I shall be known as SAHIRUDDIN SK(new name) in all pur- pose, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 29/10/2025. SAHIRUDDIN SK and MD SAHIRUDDIN SHAIKH both are same and one identical person.

Name Change I, Goutam Roy (Old Name) S/o Late Ashoke Kumar Roy Residing at 36/6/30, Bhattacharjee Para Lane, Santragachi, Howrah - 711104, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Gau- tam Kumar Roy (New Name) as de- clared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 24/2025 Dated 29-10- 2025. Goutam Roy (Old Name) and Gautam Kumar Roy (New Name) both are same and one identical person.

Name Change I, Anil Poddar (Old Name) S/o Late Ram Lal Poddar Residing at Hattala, Barakar, Vtc - Asansol (M Corp), P.o - Barakar, District- Barddhaman, Pin - 713324, West Bengal India have Changed my name and shall hence- forth be known as Anil Kumar Poddar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 25/2025 Dated 29-10-2025. Anil Pod- dar (Old Name) and Anil Kumar Pod- dar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change I, Arpita Mazumdar (Old Name) W/o Aniruddha Ghosh Residing at 81/29 Al- lauddin Khan Bithi, City Center, Durga- pur, P.o - Durgapur, P.s - Durgapur, District - Paschim Burdwan, Pin - 713216, West Bengal, India have Changed my name and shall hence- forth be Known as Arpita Ghosh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit. Dated 29-10-2025. Arpita Mazumdar(Old Name) and Arpita Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

Name Change I, Hasem (Old Name) S/o Esten Molla Residing at Vill - Hamidpur, P.o - Ka- likatola, P.s - Jibantola, District - South 24 Parganas, Pin - 743329, West Ben- gal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Hasem Ali Molla (New Name) as declared be- fore the Notary public Kolkata vide affi- davit. Dated 29-10-2025. Hasem(Old Name) and Hasem Ali Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change I, Mohammad Imtiaz (Old Name) S/o Md Sultan Residing at 33, Elliot Lane, P.o+P.s - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Imtiaz (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit. Dated 29-10- 2025. Mohammad Imtiaz (Old Name) and Md Imtiaz (New Name) both are same and one identical person.

Name Change I, Shahnaz Begum (Old Name) W/o Md Imtiaz Residing at 33, Elliot Lane, P.o+P.s - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India have Changed my name and shall hence- forth be Known as Shahnaz Begum (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit. Dated 29-10-2025. Shahnaz Begum(Old Name) and Shahnaz Begum (New Name) both are same and one identical person.

Name Change I, Paritosh Banik (Old Name) S/o Jiten- dra Nath Banik Residing at 2A, Ramkr- ishna Lane, P.o - Bagbagzar, P.s - Shyam- pukur, District - Kolkata, Pin - 700003, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Milan Banik (New Name) as de- clared before the Notary public Kolkata vide affidavit. Dated 29-10-2025. Paritosh Banik (Old Name) and Paritosh Kumar Banik (New Name) both are same and one identical person.

Name Change I, Mira Banik (Old Name) S/o Bholanath Roy Banik Residing at 2A, Ramkrishna Lane, P.o - Bagbagzar, P.s - Shyam- pukur, District - Kolkata, Pin - 700003, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Milan Banik (New Name) as de- clared before the Notary public Kolkata vide affidavit. Dated 29-10-2025. Mira Banik(Old Name) and Milan Banik (New Name) both are same and one identical person.

কুনোয় চিতা সাফারি, দ্রুততম বন্যপ্রাণী দেখার উপায়,কীভাবে করবেন বুকিং!

জঙ্গল, বন্যপ্রাণ কি আপনাকে আকর্ষণ করে? বন্যপ্রাণীদের গতিবিধি চাক্ষুস করতে চান? তবে আপনার জন্য রয়েছে সুখবর। জঙ্গল



পর্যটনে ইতিহাস তৈরি করেছে ভারত। মধ্যপ্রদেশের কুনো ন্যাশনাল পার্কে শুরু হয়েছে চিতা সাফারি। এই সাফারির মাধ্যমে দ্রুততম বন্যপ্রাণীকে খুব কাছ থেকে দেখতে পারবেন। আপনি মধ্যপ্রদেশের শিওপুর জেলায় কুনো ন্যাশনাল পার্ক। গত ২০২২ সালে এখানে প্রথম চিতা আনা হয়। বর্তমানে

একেবারে ভোরে অথবা সন্দের মুখে চিতা সাফারিতে যাওয়া উচিত। চিতা সাফারির খরচও কিন্তু খুব বেশি নয়। জিপসি সাফারি (সেটিচে ৬ জন) খরচ পড়বে প্রতি গাড়ি পিছু সাড়ে ৪ হাজার টাকা। ব্যক্তিগত গাড়ি প্রতি খরচ ১ হাজার ২০০ টাকা। সপ্তাহান্তে কিংবা পর্যটনের মরশুমে খরচ সামান্য বাড়লেও বাড়তে

পারেন। অনলাইনে কুনো ন্যাশনাল পার্ক সাফারির বুকিং পোর্টালে সাফারি বুক করা যাবে। এবার জেনে নিন ঠিক কোন সময় চিতা সাফারির জন্য আদর্শ। বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের মতে, অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত আবহাওয়া তুলনামূলক ভালো থাকে। দৃশ্যমানতাও থাকে যথেষ্ট ভালো। তাই সেই সময় চিতা সাফারির জন্য আদর্শ। কুনোয় চিতা সাফারি করতে গেলে গোয়ালিয়র অথবা কোটায় কোনও গেস্টহাউসে থাকতে পারেন। বহু জায়গাই প্যাকেজের সঙ্গে চিতা সাফারিও যুক্ত করছেন, সেই অনুযায়ী কথা বলে নিতে হবে।

চিতা সাফারিতে এই নিয়মগুলি মানতেই হবে- ভুলেও জঙ্গলে আগুয়াজ করবেন না। জোরাল আলো জ্বালানেন না।

অযথা বন্যপ্রাণীকে বিরক্ত করবেন না। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বালানেন না। তাতে বন্যপ্রাণী বিরক্ত হয়ে হামলা করতে পারে। যেকোনও বিপদ এড়াতে অবশ্যই গাইডের পরামর্শ মেনে চলুন। অত্সাহে ভুল করলে বড় বিপদ হতে পারে।

কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী খাসমহল, যা একসময় রাজপরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল

কোচবিহারের ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে নতুনভাবে তুলে ধরতে সাগরদীঘীর পাড়ে খাসমহলে তৈরি হচ্ছে একটি হেরিটেজ গ্যালারি। কোচবিহার হেরিটেজ কমিটির উদ্যোগে এই ঐতিহাসিক স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ জোরকদমে চলছে। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ডেড মার্চের মধ্যে এই গ্যালারি পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এই উদ্যোগ কোচবিহারের রাজঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী খাসমহল, যা একসময়

রাজপরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, এতদিন পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। তবে হেরিটেজ কমিটির সাম্প্রতিক সভায় এই স্থাপত্যকে পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর অনলাইন টেন্ডারের মাধ্যমে একটি বেসরকারি সংস্থাকে খাসমহলের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্য্যবর্ধনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা জানিয়েছেন, এই হেরিটেজ গ্যালারি পর্যটকদের জন্য একটি অনন্য অভিজ্ঞতা হবে। এখানে তারা কোচবিহারের রাজঐতিহ্যের ইতিহাস, প্রাচীন ছবি

এবং পৌরাণিক বইয়ের মাধ্যমে রাজপরিবারের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে জানতে পারবেন। খাসমহলের এই হেরিটেজ গ্যালারি কোচবিহারের রাজপরিবারের ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলবে। গ্যালারিতে মহারাজাদের বড় আকারের ছবি, ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং রাজ আমলের বিভিন্ন দলিল দিয়ে সাজানো হচ্ছে। এছাড়া, পর্যটকরা এখানে পৌরাণিক বই পড়ার সুযোগ পাবেন, যা কোচবিহারের রাজত্বের গল্প, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য তুলে ধরবে। গ্যালারির স্থাপত্য নকশা রক্ষায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে।

মাদকের বিরুদ্ধে রুদ্রমূর্তি আমেরিকার, প্রশান্ত মহাসাগরে ৪ অভিযানে মৃত ১৪

সমুদ্রপথে আমেরিকায় মাদক পাচার রুখতে ফের রুদ্রমূর্তি ধরল আমেরিকা। এবার প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চলে মাদক পাচারকারী সন্দেহে ৪টি জাহাজ ধ্বংস করল মার্কিন নৌসেনা। এই হামলায় ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে আমেরিকার ওয়ার সেক্রেটারি পিট হেগসেথ। এই হামলার পর জাহাজে থাকা একজন মাত্র প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে।

হগসেথ জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট



জাহাজে হামলা চালায়। জাহাজগুলি ডিটিও জঙ্গি সংগঠন দ্বারা

মাদক পাচারের রুট ধরে যাচ্ছিল জাহাজগুলি। প্রতিটি জাহাজে বিপুল পরিচালিত। সেনার কাছে গোপন তথ্য ছিল, সমুদ্রের তথাকথিত

পরিমাণ মাদক মজুত ছিল। আন্তর্জাতিক জলশিমাতেই হামলা চালানো হয় জাহাজগুলিতে। এই হামলায় মার্কিন সেনার কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। হেগসেথ আরও জানান, আমেরিকার নিরাপত্তার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। মার্কিন আধিকারিক বলেন, এই মাদক পাচারকারিদের জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদার সঙ্গে তুলনা করেন। বলেন, এই মাদক সন্ত্রাসীরা জন্য আলো কায়েদার চেয়েও বেশি আমেরিকানকে হত্যা করেছে। ফলে মাদক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের যা

কথা বলছেন, হাসছেন, নার্সদের সঙ্গে খুনসুটিও করছেন! সামনে এল শ্রেয়সের মেডিক্যাল আপডেট

দুরন্ত বার্তা ডেস্ক, মুম্বই, ২৯ অক্টোবরঃ শ্রেয়স আইয়ারের শারীরিক অবস্থা নিয়ে ক্রমশ স্বস্তির খবর আসছে। অস্ট্রেলিয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন টিম ইন্ডিয়ার সহ-অধিনায়ক এমন সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত। ইতিমধ্যেই কথা বলছেন, হাসছেন, এমনকি হাসপাতালের নার্সদের সঙ্গে হালকা মজাও করছেন-এমনটাই জানিয়েছে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম। সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে গুরুতর আঘাত পান শ্রেয়স। অ্যালেক্স ক্যারির কাচ নিতে গিয়ে পড়ে যান। পরে মের্ডের মেডিক্যাল টিম জানায়, শরীরে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। তবে এখন সেই আশঙ্কা সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছে।

বিসিসিআইয়ের সচিব বোবজি সাইকিয়া জানান, শ্রেয়সের শারীরিক উন্নতি চিকিৎসকদের প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত। তাঁর কথা, “শ্রেয়স এখন অনেক ভালো। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ওর রিকভারি গতি প্রত্যাশার উর্ধ্বে। সাধারণত হয়



তাড়াতাড়ি সম্ভব।” সাইকিয়ার আরও বক্তব্য, শ্রেয়সের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর ছিল। কিন্তু সময়মতো চিকিৎসা শুরু হওয়ায় বিপদ এড়ানো গেছে। বলেন, “ও এখন নিজের কাজ নিজেই করছে।

হাঁটাচলা করছে, খাচ্ছে, কথা বলছে। তাই ওকে আইসিইউ থেকে জেনারেল ওয়ার্ডে নিয়ে আসা সমস্যার সমাধান মিলেছে। তাঁর বক্তব্য, “শ্রেয়সের অস্ত্রোপচার হয়নি। অন্য চিকিৎসা-পদ্ধতিতে কাজ করা হয়েছে। তাই ও এত দ্রুত সেরে উঠেছে।” ওই সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, শ্রেয়স আপাতত হাসপাতালের কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত কথাবার্তা বলছেন। এমনকি মজার ছলে নার্সদের সঙ্গে খুনসুটিতেও মেতেছেন। বোর্ড-সূত্রে খবর, টিম ইন্ডিয়ার চিকিৎসক ড. রিজওয়ান খান সিডনিতে থেকে তাঁর চিকিৎসা দেখভাল করছেন এবং প্রতিদিন বোর্ডকে আপডেট পাঠাচ্ছেন। টি-২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বক্তব্য, ফোনে শ্রেয়সের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। তাঁর কথায়, “ও এখন ঠিক আছে। কথা বলছে, হাসছে। শুনে ভালো লাগছে যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।” সব মিলিয়ে বোর্ড আশাবাদী, এভাবে উন্নতি হলে খুব শিগগিরই শ্রেয়স আইয়ারকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হবে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, এখন বিশ্রামই একমাত্র গুণ্ধ। নিয়ম মেনে চললে খুব দ্রুতই মাঠে ফিরবেন তিনি।

কিং কাপের শেষ আটে আল ইত্তিহাদ, নিস্প্রভ রোনাল্ডো

সংবাদ সংস্থা, জেদ্দা, ২৯ অক্টোবরঃ সৌদি কিং কাপের বহু প্রতীক্ষিত লড়াই-করیم বেজ্জো বনাম ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। যেখানে শেষ হাসি হাসলেন ফরাসি স্ট্রাইকার! মঙ্গলবার জেদ্দায় আল নাসেরকে ২-১ গোলে হারিয়ে শেষ আটে জায়গা পাকা করল আল ইত্তিহাদ, হেঁচট খেল জর্জ জেসুসের আল নাসের। ম্যাচের শুরুতেই আল ইত্তিহাদের হয়ে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন বেজ্জো। যার সুবাদে আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় সৌদি চ্যাম্পিয়নরা। যদিও আল নাসেরের সমতায় ফিরতে বেশি সেরি হয়নি। ব্রাজিলীয় ফরওয়ার্ড অ্যাঞ্জেলো ৬০ মিনিটের মাথায় বক্সের ভেতর রিবাউন্ট পেয়ে গোল করেন। কিন্তু প্রথমার্ধ শেষের আগেই আবার এগিয়ে যায় আল ইত্তিহাদ-আলজেরিয়ান মিডফিল্ডার হুসেম আওয়ার ঠান্ডা মাথায় রাকোভিচকে পাশ কাটিয়ে জালের টিকানা খুঁজে নেন।

বেঙ্গালুরু এফসিতেই থাকছেন সুনীল ছেত্রী

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ২৯ অক্টোবরঃ শেষ মরসুমে অল্লের জন্য খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল বেঙ্গালুরু এফসিরা। ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ট কাপের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে ধরাশায়ী হওয়ার পর দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে ঘুরে দাঁড়াতে বন্ধুপরিবার ছিল আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। সেই অনুযায়ী টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে তাঁরা পরাজিত করেছিল কলকাতা ময়দান আর অন্যতম প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলকে। সেই জয় নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল সকলের। পরবর্তীতে সময় যত এগিয়েছে ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে শুরু করেছিল গুরুপ্রীত সিং সাধুরা। যারফলে পরবর্তীতে খুব সহজেই দল স্থান করে নিয়েছিল সুপার সিঙ্গে। জয়ের ধারা বজায় থাকার দরুন অনার্সলীসেই দল চলে গিয়েছিল সেমিফাইনালে। তারপর মানোলো মার্কুয়েজের শক্তিশালী এফসি গোয়ার বিপক্ষে আসে জয়। দ্বিতীয় লেগে গোয়া দলের দাপট থাকলেও শেষ পর্যন্ত সুনীল ছেত্রীর গোল বদলে গিয়েছিল সমস্ত কিছু। তারপর ফাইনালের লড়াইয়ের দিকে মুখিয়ে ছিল সকলে। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ ছিল কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। একটি



বেঙ্গালুরু। সেজন্য অনেক আগে থেকেই দল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। এক্ষেত্রে বিদেশি ফুটবলারদের মধ্যে যে বদল আসতে চলেছে সেই ইঙ্গিত মিলে ছিল আগেই। সেইমতো মাস কয়েক আগেই জর্জ পেরেইরা দিয়াজ থেকে শুরু করে আলবার্তো নগুয়েরার মত ফুটবলারদের বিদায় জানিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। যা কিছুটা হলেও হতবাক করেছিল সকল সমর্থকদের। তবে সেই ফুটবলারদের রিলিজ করে দেওয়া হলেও মনে করা হচ্ছিল যে এডগার

মেডেজের পাশাপাশি রায়ান উইলিয়ামসের মতো ফুটবলারদের হয়তো রেখে দেবে ম্যানেজমেন্ট। সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। তবে নতুন মরসুমে দলের থাকবেন ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী? উল্লেখ্য, এই আইএসএল শুরু হওয়ার আগে থেকেই বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এই ভারতীয় তারকা। দলকে আইলিগ ও ফেডারেশন কাপ জেতানোর পাশাপাশি পরবর্তীতে সুপার কাপ ও ইন্ডিয়ান সুপার লিগ চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষেত্রে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। সময়ের সাথে বয়স বাড়লেও কর্মেনি তাঁর দাপট। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি বাড়িয়েছে ম্যানেজমেন্ট। শেষ চুক্তি অনুযায়ী চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত বেঙ্গালুরু শিবিরের সঙ্গে চুক্তি ছিল সুনীল ছেত্রীর। এই সময়ের মধ্যেই বদলে গিয়েছে অনেক কিছু। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর সকলকে চমকে দিয়ে ফিরে এসেছেন জাতীয় দলে। কিন্তু ক্লাব ফুটবলে কি থাকছেন বেঙ্গালুরুতে? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছিলেন দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। অবশেষে গত মঙ্গলবার তা জানিয়ে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। সেই অনুযায়ী এবার ও বেঙ্গালুরুর হয়েই খেলবেন ভারতীয় ফুটবলের এই নক্ষত্র।

মেসির ফুটবল ক্যারিয়ারের শেষ চুক্তি কীভাবে হলো

ইন্টার মায়ামির সঙ্গে গত বৃহস্পতিবার নতুন চুক্তি করেন লিওনেল মেসি। তিন বছরের এই চুক্তিতে ২০২৮ মরসুমের শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটিতে থাকবেন মেসি। ৩৮ বছর বয়সী মেসির ক্যারিয়ারে এটাই হতে পারে পেশাদার ফুটবলে শেষ চুক্তি। ব্যাপারটি কীভাবে ঘটল, তার ভেতরকার গল্পটা জানিয়েছে খেলাধুলাভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য অ্যাথলেটিক’-

বিশেষ প্রতিবেদন

চুক্তি হতোই। অপেক্ষা ছিল শুধু আনুষ্ঠানিকতাটুকু সেরে ফেলার। সেই অপেক্ষা ঘুচে যাওয়ার প্রথম ইঙ্গিতটা মেলে ২১ অক্টোবর মঙ্গলবার বিকালে। মায়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশে ১০০ কোটি ডলার খরচে মায়ামি ফ্রিডম পার্ক স্টেডিয়াম বানানোর কাজ করছিলেন নির্মাণশ্রমিকেরা। ইঙ্গিতটা তাঁদের দেওয়া হয় সবার আগে। নির্মাণশ্রমিকদের জানানো হয়, বুধবার কাজে একটু বিঘ্ন ঘটবে। তবে কাজকর্ম যেন স্বাভাবিকভাবেই চলিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পরের দিন (বুধবার) নির্মাণশ্রমিকদের চক্ষু চড়কগাছ। কাজে বিঘ্ন ঘটার যে বার্তা দেওয়া হয়েছিল এবং যে কারণে বিঘ্ন ঘটবে, সেই দুজন এসে হাজিরা। ইন্টার মায়ামির সহমালিক ও এক সময় দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি কুড়ানো ফুটবলার ডেভিড বেকহাম ও মায়ামি তারকা লিওনেল মেসি। তাঁরা একটি ভিডিও শুট করবেন, যেটার মাধ্যমে মায়ামিতে মেসির নতুন চুক্তি জানানো হবে বিশ্বকে। নির্মাণশ্রমিকেরা শুরুতে দুজনের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করে গেলেন। কিন্তু ভিডিও শুট শেষ হওয়ার পর দেখা গেল মেসি তাঁদের নির্মাণকার্যের হেলমেটেই সহ করছেন সেই ভবনে, যেটা তাঁর নামে শিগগিরই উদ্বোধন করা হবে। আগের রাতেই (রাত ৯টা) চুক্তির সব কাগজপত্র চূড়ান্ত করে পাঠানো হয় মেজর লিগ সকার কর্তৃপক্ষের কাছে। এর মাধ্যমে আনুষ্ঠিকভাবে নিশ্চিত হয় সেই দীর্ঘ প্রত্যাশিত খবরটি, যা কয়েক মাস আগেই নিশ্চিত করা হয়েছিল-আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি ইন্টার মায়ামিতেই থাকছেন। প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সময়ের জন্য। সবকিছু ঠিক থাকলে তিন বছরের এই চুক্তিতে মেসিকে ইন্টার মায়ামির গোলাপি জার্সিতে দেখা যাবে তাঁর ৪২তম জন্মদিনের কয়েক মাস আগেপর্যন্ত। ভিডিও ধারণের জায়গা হিসেবে ইন্টার মায়ামির নতুন স্টেডিয়ামে যেহে নেওয়া কলকাতালীয ঘটনা নয়। মায়ামির ভবিষ্যৎ এমনকি ক্লাবটির সঙ্গে মেসির আনন্দের চুক্তিও সরাসরি জড়িত তাঁর আগামী মরসুমে এই স্টেডিয়ামে থাকার সঙ্গে। মেসি মাঠে থাকা মানে মায়ামির টিকিট পড়ে থাকবে না। সাধারণ আসনের পাশাপাশি ভিআইপি আসনগুলোও বিক্রি করা সহজ হয়ে যাবে। স্টেডিয়ামের ভেতরে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মূল্য যেমন বাড়ে তেমনি নামকরণ চুক্তির মূল্যও হয় আকাশচুম্বী। মেসির বাণিজ্যিক গুরুত্বের ধারণকাছেও কেউ নেই। তবে ইন্টার



মেসির অংশীদারত্বের মূল্যও যুক্তরাষ্ট্রে মেসির অধ্যায় শুরু হয়েছিল ২০২৬ সালে দুর্দান্ত ফ্রি-কিক থেকে জয়সূচক এক গোলে। মোহজাগানিয়া সেই পারফরম্যান্স বিস্তৃত হতে হতে এখন সেটা সব মিলিয়ে সাড়ে পাঁচ মরসুম স্থায়ী হবে। তবে নতুন এই চুক্তির মেসিদ ফুরানোর পর মেসির টিকানা না পাষ্টানোর সম্ভাবনাই বেশি। খেলা ছাড়ার পর বেকহামের মতোই মেসি ব্র্যান্ড এমএলএস এবং আমেরিকান ফুটবলের সঙ্গে অনেক বছর সংযুক্ত থাকবে। মায়ামির প্রকাশ করা ভিডিওতে ক্লাবটির সহমালিক জর্জ মাস বলেন, “পরবর্তী অধ্যায় শুধু অতীত দেখার নয়। লিওনেলকে পেয়ে যা অর্জিত হয়েছে, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সামনে যা আছে। এখানে আমরা একসঙ্গে অনেক সুন্দর অধ্যায়ের সাক্ষী হব।” চুক্তি নিয়ে মেসি ও মায়ামি দুই পক্ষের আইনজীবীদের সন্ধান দিকগুলো চূড়ান্ত করতে গত কয়েক মাস লেগেছে। ও সময়ে মাঝেমধ্যে গুঞ্জন শোনা গেছে, মেসি সৌদি আরব কিংবা আর্জেন্টিনায়

এমএলএস গ্লোবাস অ্যাসোসিয়েশন। গত সপ্তাহের শুরুতেই এমএলএস চুক্তিটিতে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেয়, এরপরই যোগা আসে প্লে-অফের উদ্বোধনী ম্যাচের ঠিক আগে। চুক্তির যোগা আসার পর অনেকেই ধারণা করেছিলেন, মেসি ৪০ বছর পেরিয়েও খেলবেন-এই কথার অর্থ হলো আর্জেন্টিনার হয়ে আগামী বিশ্বকাপেও তাঁকে দেখা যাবে। ‘দ্য অ্যাথলেটিক’-এর তথ্যমতে, মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি (মেসি এনবিসিকে গতকাল দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে চান)। মেসি এবং তাঁর পরিবার যুক্তরাষ্ট্রের জীবন বেশ উপভোগ করছেন। ক্লাব বিশ্বকাপে মায়ামির এবারের পারফরম্যান্স তাঁর চিন্তাভাবনা পাষ্টে দিয়েছে। এমএলএসে নিজের ‘লিগাসি’ নিয়ে তাঁর ভাবনা এখন ভিন্ন, মেসির ঘনিষ্ঠরা এমনটাই জানিয়েছেন। মেসি বুঝেছিলেন, ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবগুলোর সঙ্গে ক্লাব বিশ্বকাপে টক্কর দেওয়া মায়ামির পক্ষে সম্ভব নয়। তবু যুক্তরাষ্ট্রে

সেই উদ্বোধনী টুর্নামেন্টের কিছু একটি মেসির ভেতরটা নাড়িয়ে দেয়। এই ভাবনা থেকেই ‘মেসি কাপ’ যুব টুর্নামেন্ট আয়োজনের ভাবনাটা ভেবেছেন মেসি। যেখানে মায়ামির অনূর্ধ্ব-১৬ দলের সঙ্গে অংশ নেবে আতলেতিকো মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, চেলসি, ইন্টার মিলান, ম্যানচেস্টার সিটি, নিউকয়েলস ওল্ড বয়েজ ও রিভার প্লেট। টুর্নামেন্টটি অনুরূপ হতে আগামী ডিসেম্বরে চেজ স্টেডিয়ামে। ভবিষ্যতের আসরগুলোয় আরও এমএলএস একাডেমি দলকে আমন্ত্রণ জানানোর কথাও চলছে। সহজ কথায়, এমএলএসের দলগুলো বিশ্বসেরা ক্লাবগুলোর বিপক্ষে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলুক-এটাই চাওয়া মেসির। এমন না যে এই প্রথমবার এমএলএসের একাডেমি দলগুলো শীর্ষ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিল। আগের দশকগুলোয় ডালাস কাপ জেনারেশনাল আ্যাডিস কাপ আয়োজিত হয়েছে। কিন্তু মেসির সরাসরি তত্ত্বাবধানে যুব টুর্নামেন্টে নিজের নাম জড়িয়ে এটা বুঝিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল ও লিগকে এগিয়ে নিতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন। প্রশ্ন হলো, এমএলএসে দলের নীতিনির্ধারণে মেসি ভূমিকা রাখবেন কি না-যেটা এক সময় এলএ গ্যালাক্সিতে খেলার সময় করেছেন বেকহাম। যেকোনো মানদণ্ডেই মেসি এমএলএসে সফল। বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্তপূর্ণ প্রভাব ফেলেছেন, ইন্টার মায়ামিকে পরিণত করেছেন বৈশ্বিক ব্র্যান্ডে। মায়ামির গোলাপি জার্সি এখন বিশ্বজুড়ে ফুটবলের ইতিহাসে খ্যাতনামা ক্লাবগুলোর মতোই পরিচিত। পুরো উত্তর আমেরিকা মহাদেশজুড়ে মেসি স্টেডিয়ামগুলো দর্শকে ভরেছেন। ইন্টার মায়ামির আয়ও এখন আকাশচুম্বী। তেমনি ক্লাবের বাজারমূল্যও। কতগুলো টুফি জিতেছেন-সেই হিসাব করে উত্তর আমেরিকায় মেসির ‘লিগাসি’ বিচার করা হবে না। বরং অবসর নেওয়ার পরও কীভাবে তাঁর প্রভাব সেখানে স্থায়ী হয়েছে, সেটা দেখা হবে। গত সপ্তাহে মায়ামির ফ্রিডম পার্কে ভিডিও ধারণের সময় মেসির পরিবারও উপস্থিত ছিল। বেকহামও তাঁর মা-বাবাকে মায়ামিতে উড়িয়ে এনেছিলেন। একদম পারিবারিক সম্মিলন বরং বা বোঝায় আরকি। মায়ামির চার মালিক-জর্জ ও জোসে মাস, বেকহাম এবং মেসি-স্টেডিয়াম যুগে দেখেন এখন ভবন সম্পূর্ণ হলে কোথায় কী হবে, সেসব নিয়েও কথা বলেন। এটা এমন এক প্রকল্প যেটা নিশ্চিত করে মেসি ও মায়ামি এখন একই বৃত্তে দুটি ক্রুসু।

২২২ হাঁকিয়েও জুটল না ম্যাচ-সেরার স্বীকৃতি! পৃথীকে ‘সম্মান’ রতুরাজের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৯ অক্টোবরঃ রঞ্জি ট্রফিতে দুর্দান্ত ইনিংস খেলেও ম্যাচ-সেরার পুরস্কার পেলেন না পৃথ্বী শা। আয়োজকদের বিচারে উপেক্ষিত হলেও দলের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় কিন্তু খেমে থাকলেন না। দেশালেন সৌজন্য। ইদানীং বিশ্বক্রিকেটের যা অবস্থা, তার নিরিখে ‘বিরল’-ই বটে! ‘নির্দেশের তোয়াক্কা না করে নিজেই পুরস্কার ভাগ করে নিলেন পৃথ্বীর সঙ্গে! মহারাষ্ট্রের হয়ে সিজনের দ্বিতীয় ম্যাচে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে অপরাজেয় ২২২ রানের ইনিংস খেলেন পৃথ্বী শা। দলের প্রথম জয় নিশ্চিত হয় তাঁর ব্যাটে ভর করে! ১৪৪ রানে জেতে মহারাষ্ট্র। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৮ রানে আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে চণ্ডীগড়ের বোলিং আক্রমণ কার্যত একা হাতে ভেঙে দেন। ৭২ বলে শতরান, পরের ৬৯ বলে ডাবল সেঞ্চুরি। ১৪১ বলে ত্রিশতরান করে ভারতের তৃতীয় দ্রুততম দুশো রানের রেকর্ড গড়েন পৃথ্বী। রবি

শাস্ত্রীর ১৯৮৫ সালে ১২৩ বলে এবং তম্ময় আগরওয়ালের ২০২৪ সালে ১১৯ বলে ডাবল সেঞ্চুরির পরেই থাকবে এই ইনিংস। ১৫৬

গুটিয়ে যায় ৩১৯ রানে। মুকেশ টৌগুরি ও রামকৃষ্ণ ঘোষ নেন ৪টি করে উইকেট। যদিও নাটক তখনও ফুরোয়নি। লড়াই-শেষে আরেক দফা



বলে ২২২ রানে ছিল একাধিক নিখুঁত ড্রাইভ ও ২০টি বাউন্ডারি। দ্বিতীয় ইনিংসে মহারাষ্ট্রের স্কোর দাঁড়ায় ৪৬৬, লক্ষ্য সব মিলিয়ে ৪৬৪ রানের। জবাবে চণ্ডীগড়

অবাক হওয়ার পালা। ম্যাচ-সেরার পুরস্কার আয়োজকদের সিদ্ধান্তে গেল অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের কুলিতে, যিনি প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ১১৬। কিন্তু সম্মান হাতে

আসতেই তিনি বলে দেন, “এই ম্যাচে আসল অবদান পৃথ্বীর। তাই পুরস্কারটা ওর সঙ্গেই ভাগ করছি!” এরপর ডেকে পৃথ্বীকে, হাতে তুলে দেন মেডেল। মুহূর্তে হাততালিতে ভরে ওঠে মাঠ। মুম্বই ছেড়ে এ বছরই মহারাষ্ট্রে যোগ দিয়েছেন পৃথ্বী। আগেই বলেছেন, “এই পর্যায়ে এসে নতুন পরিবেশে খেলা আমার উন্নতিতে সাহায্য করবে!” সিজনের আগে বুটি বাবু টুর্নামেন্টে তিন ইনিংসে করেছিলেন ১৭৮ রান, যার মধ্যে ছিল একটি শতরান। এরপর রঞ্জি প্রস্তুত ম্যাচে নিজের প্রাক্তন দল মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে হাঁকান ১৮১। মহারাষ্ট্রের হয়ে প্রথম রঞ্জি ম্যাচে শূন্য রানে আউট হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে করেন হাফ-সেঞ্চুরি। আর চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে দু’নম্বর ম্যাচেই জোরালো প্রত্যাবর্তন! মহারাষ্ট্রের পরের ম্যাচ সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, নাসিকে ১ নভেম্বর থেকে। পৃথ্বীর সাম্প্রতিক ফর্ম এখন নির্বাচকদের নজরে, আর রুতুরাজের এই সৌজন্যের নজির মাঠের বাইরেও আলো কাড়ছে।

হায়দরাবাদ এফসিকে নিয়ে স্মৃতিচারণায় মানোলো

সংবাদ সংস্থা, হায়দরাবাদ, ২৯ অক্টোবরঃ বিগত কয়েক বছর ধরে একেবারেই ফর্মে ছিল না হায়দরাবাদ এফসি। গতবার থাংবোই সিংটোর পছন্দ অনুযায়ী দেশি ও বিদেশি ফুটবলারদের সই করিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দল গঠনের ফলে প্রাক মরসুম প্রস্তুতির খুব একটা সময় ছিল না তাঁদের ফুটবলারদের। স্বাভাবিকভাবেই যার

কাছে আটকে যেতে হয়েছিল নিজামের শহরের দলকে। যা ভালোভাবে নয়নি সমর্থকরা। তবে দল খুব একটা সক্রিয়তা না দেখালেও একক দক্ষতার সকলকে চমকে দিয়েছিলেন এডমিলসন কোরিয়া। থেকে শুরু করে মনোজ মহম্মদ এবং সাই গডার্ডের মতো ফুটবলাররা। স্বাভাবিকভাবেই নতুন বছরের জন্য তাঁদের দলে নিতে



প্রভাব পড়েছিল দলের পারফরম্যান্সে। তবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে জয় নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল খেলোয়াড়দের। কিন্তু বেশিদিন বজায় থাকেনি সেই ধারাবাহিকতা। তারপর একের পর এক শক্তিশালী দলের

আগ্রহ প্রকাশ করেছিল একাধিক ফুটবল ক্লাব। যা চ্যুত্ব ও হতে দেখা গিয়েছিল পরবর্তীতে। পাশাপাশি শোনা যাচ্ছিল যে নয়া সিজনে হয়তো অন্য শহরের হয়েই আইএসএলে দল নামাবে ম্যানেজমেন্ট। সেটাই হয়েছে এবার। চলতি সুপার কাপে নয়। দল হিসেবে

আত্মপ্রকাশ করেছে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। দিনকয়েক আগেই মুম্বই সিটি এক্সপ্লোর বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলে ফেলেছে এই ফুটবল দল। গতবার হায়দরাবাদ এফসির হয়ে খেলেও এবার দিল্লির হয়েই নিজেদের মেলে ধরতে মরিয়া আছেনই আলবা থেকে শুরু করে অ্যালেক্স সজিরা। তবে হায়দরাবাদ এফসির অনুপস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট হতাশ এফসি গোয়ার বর্তমান কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর আগে নিজামের শহরের এই ফুটবল দলের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যে দিয়েই ভারতীয় ফুটবল সার্কিটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এই স্প্যানিশ কোচ। সেবার তাঁর তত্ত্বাবধানে আইএসএল চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল হায়দরাবাদ। কিন্তু সময়ের পরিবর্তে বদলেছে পরিস্থিতি। এবার নিজের সোশ্যাল সাইট থেকে প্রাক্তন দল নিয়েই স্মৃতিচারণ করলেন মানোলো। হায়দরাবাদ এফসির আইএসএল চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পরের মুহূর্তে ড্রেসিং রুমের একটি ছবি আপলোড করে তিনি লেখেন, “খুবই দুঃখের বিষয়, যে ক্লাবটি আমাকে ভারতে আমার অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা শুরু করার সুযোগ করে দিয়েছিল, তার অস্তিত্ব এখন নেই। কিন্তু হায়দরাবাদ অফিসিয়ালদের সাথে স্মরণীয় মুহূর্তগুলি ভাগ করে নিতে পেরে আমি গর্বিত। সেই দিনগুলো আমি কখনও ভুলব না।”